বল্লরী



শ্রীকালিদাস রায়

৩য় সংস্করণ

১৩৩৬

মূল্য ॥• আনা।

বোর্ডে বাঁধাই ॥৵•, কাপড়ে বাঁধাই ৸•।

১২, হরীতকী বাগান, কলিকাতা
বসুধারা কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ—১০০০
২য় সংস্করণ—১০০০
৩য় সংস্করণ—১০০০

১২ নং হরীতকী বাগানে, কলিকাতা
গোলাপ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

(শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম-এ)

কবি ছাত্রজীবনে কুন্দ ও কিসলয় নামে দুইখানি কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কুন্দের কতকগুলি ও কিসলয়ের প্রায় সকলগুলি কবিতা মিলাইয়া আমি ১০।১২ বৎসর আগে—এই বল্লরী খানিকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ৫ বৎসর আগে উহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি দুই বৎসর পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতা বর্জ্জিত হইল—কয়েকটি মার্জ্জিত হইল এবং কয়েকটি নূতন অর্জ্জিতও হইল।

কলিকাতায় পঠদ্দশায় কবি কলিকাতা ইউনিঃ ইন্‌ষ্টিটিউটের জুনিয়ার মেম্বর ছিলেন। তখন প্রতি সন্ধ্যায়, ইন্‌ষ্টিটিউট-মন্দিরের সম্মুখের গাঁদাবনে কবি ও তাঁহার বন্ধুদের মজ্‌লিস বসিত। ঐ মজলিসকে কবির বন্ধুগণ Marigold Club নাম দিয়াছিলেন। সে সভার সভ্যগণের প্রায় সকলেই আজ কৃতবিদ্য ও কোন’-না-কোন’ কর্ম্মক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহাদের সহিত আজ দরিদ্র কবির ঘনিষ্ঠতার কোন’ সুযোগ না থাকিলেও সেই সান্ধ্যসভার মধুময়ী স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি গ্রন্থখানি তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে কবি তাঁহাদের নিকট সাহিত্যচর্চ্চায় যথেষ্ট আনুকূল্য ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও অন্যতর উদ্দেশ্য।

পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর 'কিসলয়' খানিকে সুধীসমাজে পরিচিত করেন। বল্লরীসম্বন্ধে আমি নিজের মতামত কিছু দিতে চাহিনা। তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র দুইখানির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার উপসংহার করি।

"কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয় —ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর, শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে, প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।" (ভারতী)।

"এই সকল ক্ষুদ্র কবিতায় কবিত্বের অবসর অল্প। খুব বড় দক্ষ কারুকর ভিন্ন এই শ্রেণীর Epigrammatic কবিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না। নবীন কবি কালিদাস এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" (প্রবাসী)।



উৎসর্গ

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী—

প্রমুখ

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের

অধুনালুপ্ত

মেরিগোল্‌ড ক্লাবের সদস্যগণের

করকমলে।

কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

কবির অন্যান্য গ্রন্থ

পর্ণপুট ১ম (৪র্থ সংস্করণ)—	...	১।০
পর্ণপুট ২য়—	...	১৲
ব্রজবেণু (২য় সং)—	...	১৲
ঋতুমঙ্গল (ঐ)—	...	৸০
ক্ষুদকুঁড়া—	...	॥০
লাজাঞ্জলি	...	॥৵০
চিত্তচিতা—	...	।৵০
রসকদম্ব—(কমিক)	...	॥৵০—৸৵০
বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	...	।০

বল্লরী

শাশ্বত সত্য

তোমার সত্য-ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দাও, খুলে দাও,
ভবের ভীষণ তমসার পানে জ্যোতির্ময়নে চাও।
আঁধারে সবাই বৃথা খুঁজে মরে,
যাহা পায় তাই বুকে চেপে ধরে,
সত্য পেয়েছি বলিয়া গর্জ্জে, "সবে এসে জেনে যাও।"
অমৃত-আলোকে তাদের ভ্রান্তি-ধ্বান্ত ঘুচায়ে দাও।

তোমার সত্য সোম-সুষমায় ব্যোমপথে শোভা পা'ক,
ভ্রান্তির পথে অবোধ পান্থ থমকি' দাঁড়ায়ে চা'ক।
শ্রুতি, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান,
ন্যায় নীতি আর গণিত পুরাণ
সবার বিশ্বজয়-অভিযান স্তম্ভিত হ'য়ে যা'ক,
গুরুর গরিমাময় অভিমান নতশির হ'য়ে থাক।

তোমার সত্য-স্বরূপের দীপ একবার ধরো তুলে,
দেখাও,—অতীত—জঞ্জাল শুধু জ্ঞানসিন্ধুর কূলে।
কোলাহলময় ভূলোকের মেলা
হ'য়ে যা'ক সব বালকের খেলা,
শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতালোক, সব মিশে যা'ক ভুলে,
তোমার সত্য শাশ্বত দীপ, ধরো তুমি ধরো তুলে।

প্রার্থনা

বৈরী যদি দিতে হয়, দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ!
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি' পরাজ্ঞান, শিরে শুভাশিস্।
চাহিনাক মিত্র আমি, সে যদি শকুনিসম চাটু-মধু মাখি'
সেবন করায়ে নিত্য অসত্যের হলাহল, মৃত্যু আনে ডাকি'।

করগো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুরসম চির-তৃপ্ত-প্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান।
ক'রো না নৃপতি মোরে, সে যদি যযাতিসম ভোগ-লালসায়,
নিজ জরা-বিনিময়ে তনয়-তারুণ্য-তরে মরে পিপাসায়।

দাও প্রভু পরাজয়, যদি বলিরাজ সম হারায়ে ত্রিলোক
বামনবটুর-পদ-রেণুতে আঁকিতে পারি ললাট-তিলক।
চাহিনা বিজয় তবু সমগ্র ভারতভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজন-সন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের সিংহাসন' পরে।

খর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি বক্ষ, আনে যেন কমলার আশিস-সম্ভার।
চাহিনা ফাল্গুন-ফল্গু ফুলদলকিসলয়ে অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি' নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্ম্মর।

মরণ-গৌরব

তপনের মত মোর সগৌরব মরণের লোভ,
ব্যোমলোক উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
এ ধরার পরমায়ু হোক ক্ষীণ—তাহে নাই ক্ষোভ,
হোক বিড়ম্বনাভোগ, দিন দিন যাইতে আসিতে।

চাহিনা মরণ আমি, মহাকাল! চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি' বক্ষে ধরি' তিল-তিল ক্ষয়ের যন্ত্রণা,
কি হবে জীবন দীর্ঘ যদি তাহা মেঘশয্যাগত?
চাহিনাক চারি-পাশে সারারাত তারার বন্দনা।

রুদ্র ও শিব

এ গৃহ যদি আঁধারই কর শ্মশানসম ভয়াল-ই
তাহে,—তোমার লাগি' হইবে শবসাধনা।
শোভনতর যদি-বা কর', জ্বালায়ে হেম-দীপালি
তবে,—শঙ্খতানে হইবে সেবারাধনা।

মরমে যদি দীর্ণ কর দারুণ অসি-আঘাতে,
তবে,—রুধির-ধারা চরণে যাবে ছুটিয়া,
চরণে যদি পরশ কর, অমল-পদ-প্রভা-তে,
তবে,—হইয়া সিত সরোজ র'বে ফুটিয়া।

জীবনে মম যদি বা দহো দুঃখ ব্যথাকলুষে,
তবে,—ধূপের মত দেউলে দহি মরিবে,

স্নিগ্ধ তারে যদি বা কর', তব প্রসাদপীযূষে,
তবে,—অগুরু-ধারা হইয়া পদে ঝরিবে।

সুখে বা দুখে, পুণ্যে পাপে, যেমনি রাখ' এ-দাসে,
চির,—করুণা তব চরণে প্রভো মাগি হে,
তোমার পূজা সেবার লাগি' তোমারি বেদী-সকাশে,
যেন,—আমারি সবি সতত রহে জাগিয়ে।

বেদনার আবেদন

পতনই হয় যদি সে যেন জানু পাতি'
তোমারি জয়গানে লভে জয়,
অশ্রু ঝরে যদি ঝরে তা' যেন তব
মহিমা দয়া হেরি'—খেদে নয়।
বিদরে হিয়া যদি দীর্ণ হোক তাহা
দুখীর দুখ দেখি' দয়াময়,
মরণ আসে যদি পালিতে তব ব্রত
যেন তা আসে, জরা-রোগে নয়।

অন্তর ও বাহির

কেমনে তাহায় পাব? অন্তর-বাহিরে মিল ঘটান' যে দায়!
অন্তর সে ধ্যানে ধীরে ধরিবারে যায় তারে, বাহির খেদায়।
ভকতির স্বচ্ছতারে ছন্দঃশিল্প-ফেনিলতা ঢাকে অবিরত,
ভাতিল না প্রতিবিম্ব, ভাষার অসার বিম্ব প্রতিবন্ধ যত।

মর্ম্ম চাহে গূঢ়মন্ত্র লুকাতে, ঘোষণা করে চীৎকারি বদন,
আত্মা যারে বন্দী করে ইন্দ্রিয়-প্রহরী তার কাটিল বন্ধন।
ধ্যান যারে নেত্র মুদি' জ্ঞান যারে দ্বার রুধি, করিল ভজনা,
যশের রসের লোভে হারা'ল ফুকারি উঠি বিত্থার রসনা।

জাঃ রুমির সিদ্ধান্ত

ভাবিনু বুঝি তোমার সাথে হ'ল বা ছাড়াছাড়ি,
খুঁজিনু তাই দেশে বিদেশে তোমারে বাড়ী-বাড়ী।
যেরুসালেমে গেলাম ক্রমে, গেলাম ক্রুশতলে,
খুঁজিনু কত পাগোদাশত, খুঁজিনু জলে থলে।
মক্কাভূমে, মদিনা রুমে ঢুঁড়িনু পাঁতি-পাঁতি—
হেরাতগিরি-শিখরে ঘুরি ফিরিনু দিবারাতি,
হিন্দুদেশে ছদ্মবেশে খুঁজিনু বটছায়,
অনেক মাথা কুটিনু আমি দেউল দরগায়।
অনেক ঢুঁড়ি দুনিয়া ঘুরি দেখিনু শেষে স্বামি,
আমারি মাঝে বিরাজ' তুমি, তোমারি মাঝে আমি।

রুমীর উন্মাদনা

মাতাও প্রভু, মাতাও তবে প্রেমের মদিরায়,
উচ্ছলিয়া দাও মদিরা নয়ন-পিয়ালায়।
তোমারি ছবি ফুটুক মম হৃদয়-দরপণে,
বিনত কর মৌলি মোর, শ্রীকর অরপণে।
নয়ন মোর মুদায়ে দাও রেঁহার কশিসম,
অলক তব বুলায়ে দাও ললাট' পরে মম।

কহ গো কথা—আনন তব কানন ভরা ফুল—
মুকুলে যথা কোকিল গাহে, গোলাপে বুলবুল।
আনার-সুধা ঢালিয়া হাসে, আঙুর-'পানা' চুমে,
মোহন তব সিরিণী-রসে মগন কর ঘুমে।

বেদনার দীক্ষা

ক'রোনা জীবন দীঘির মতন, মরালে কমলে কি কাজ মম?
ছুটিবারে দাও অসীমের পানে গিরি-কান্তারে তটিনীসম।
যাদুঘরে মোরে অমর করিয়া রেখ'না শিলার কুসুমরূপে,
করো বনফুল নীহার-পীড়িত ফুটি ঝরি যেন বিজনে চুপে।

সত্য-সাধনা

সত্য সাধনার ফল তরুর রুধিরে পুষ্ট—কঠোর মধুর,
নহে সে অলস ফুল রঙীন কামনাকুল লতিকা-বধূর।
নহে কুল-ক্রমাগত ছলজিত, বলহৃত রাজ-সিংহাসন,
ক্ষত-বক্ষে এযে জয় হারাইয়া ধর্ম্মরণে সন্ততি-স্বজন।

গিরিগাত্রে স্বতঃস্রুত ঋতুর প্রভাবে দ্রুত উৎসধারা নয়,
এযে খননের ফল, গভীর কূপের জল অমল অক্ষয়,
শীতল চন্দ্রিকা নয়, এযে দীর্ণ ঘন-হৃদে চপলা প্রখর,
স্নেহের আশিস্ নয়, কাননে কান্তারে তপে অর্জ্জিত এ-বর।

অপ্রবুদ্ধ উপভোগ

পড়েন গোঁসাই-খুড়ো সুর করি ভক্তিভরে ভাগবত-শ্লোক,
মূঢ় মুগ্ধ কৃষকের আবৃত্তি শুনিয়া জলে ভ'রে গেল চোখ,
গোঁসাই কহেন তারে, "অর্থ-না করিতে তুই, কি বুঝিলি বল্ ?"
চাষা কয়, "বুঝি নাই, জানিনা মানেনা মানা চোখে কেন জল।"

প্রবৃত্তির পরিপাক

তরুশাখে পত্রতলে পাকিবারে দাও ফলে, ছিঁড়না ত্বরায়,
ফলের পক্কতা সাথে বীজ যবে পুষ্ট হবে, ঝরিবে ধরায়,
জন্মিবে বিশাল তরু রসাল বৈভবে তায়। মিটুক ভূতলে
শেষবিন্দু ভোগ-তৃষা, সুপুষ্ট বৈরাগ্য-বীজে চতুর্ব্বর্গ ফলে।

ছন্দোভঙ্গ

বিশ্বপটে, হে প্রকৃতি, ছবিছন্দে শোভিতেছ কবিতার সম,
কি মাধুরী বর্ণে বর্ণে কি মঞ্জুতা পুষ্পেপর্ণে লাস্য মনোরম।
রূপরসস্পর্শ-গন্ধে সন্ধ্যাসুখে উষানন্দে রাজিছ ভুবনে,
কূজন-গুঞ্জনে মন্দ্রে অনুপ্রাস-স্পন্দোমধু ঢালিছ শ্রবণে।

ক্রমলতা অলিফুলে নীহারে অরুণ করে, ইন্দু-পারাবারে
কি সুন্দর মিল মরি, নিখিল উঠেছে ভরি মিলন-ঝঙ্কারে।
একপংক্তি ছন্দোযতিশৃঙ্খলাহিল্লোলগতিরসুমিলহীন,
আমি শুধু এ-সৌষ্ঠব মাধুর্য্যের মহোৎসব করেছি মলিন্।

জীবন্ত সমাধি

সমাধি উদ্যানসম এ তনু নয়নরম গম্বুজে মিনারে,
কারুশিল্পে চারুচিত্রে উৎকীর্ণ ললাট শোভে গুণগাথাহারে
কঙ্কাল দুয়েরই মাঝে করিয়াছে পাংশুম্লান সব শোভাসুখ,
নীরক্ত অধরে হাস, বলরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস স্ফীত করে বুক।

অশ্রুর আয়ুধ

স্ফটিকের বেদী কিবা বিভুর চরণবিভাচ্ছটা-জালে জ্বলে,
ভক্তবৃন্দ তার মাঝে সানন্দ শরণে রাজে স্বচ্ছ কুতূহলে।
লুব্ধ মন, যদি তথা ঠাঁই পেতে ব্যাকুলতা, শোন উপদেশ,
অশ্রুহীরাখণ্ড দিয়া স্ফটিকেরে বিদারিয়া কর না প্রবেশ।

হিংসা ও অহিংসা

হাতী ঘোড়া ছাগল গোরু ঘাস পাতাতেই বাঁচে,
ভুলেও কভু কোন' জীবের হিংসা নাহি করে,
বৈষ্ণবতার মর্ম্ম তাদের নর কি বুঝিয়াছে ?
দুধ পিয়ে খায়, গাড়ী টানায়, কিম্বা পিঠে চড়ে।
জীবের বিনাশ ক'রেই বাঁচে বাঘভালুকের দল,
কারো হুকুম মান্‌তে তাদের দেখ্‌তে নাহি পাবে,
সগৌরবে বিশ্ব ভরি' ঘুরছে বিশৃঙ্খল,
সবার অধম খেঁকশিয়ালো রয়না কারো তাঁবে।
মানুষ পশুরু মাঝে আজো নেইক কোন' ভেদ,
যতই মানুষ সৃষ্টি করুক কোরাণ-পুরাণ-বেদ।

মানব-সভ্যতা

অই যে রজতময় বিরাজিছে কল্পতরু নানারত্নখনি
কৌষেয়, বল্কল যার, শ্যামল পল্লবভার—ইন্দ্রনীল-মণি।
ফুটে পুষ্প হেমময়, প্রবালের কিসলয়, ধরে মুক্তাফল,
মরকত-শাখা ভরি হীরক-মঞ্জরী মরি করে ঝল'মল।
কোথা সে জীবন পায়? শিলাবেদিকার তলে কর হে সন্ধান,
শত শত লৌহময় মুখে করে মৃত্তিকারই ক্লিন্ন রস পান।

মহত্তের প্রতিহিংসা

'সাগরতলের কীটে যখন শুক্তিগায়ে ছিদ্র করে
শুক্তি ক্রমে বুজায় তাহা মুক্তা-কণিকায়।
আততায়ী যদি তোমার মর্ম্মহৃদয় বিদ্ধ করে
ক্ষতির ক্ষত ঘুচাও তবে ক্ষমার মহিমায়।'

শান্তির কুঞ্চিকা

শান্তি চাহ বিশ্বে যদি রও তবে নিরবধি আপনি নীরব,
রাখো কৃপণের মত সংগোপনে অবিরত শান্তির বিভব।
ছুটে যেবা উচ্চরবে নীরব করাতে সবে 'শান্তি শান্তি' হাঁকি,
অশান্তি বাড়ায় আরো ভাঙে শান্তি ছনিয়ারো যা'ও থাকে বাকী।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

এ দেহের লালসায় যে কলুষ, আত্মা তায় নাহি লয় ভাগ,
অনুতাপ-গঙ্গাস্নাত ঘুচায় সে স্পর্শজাত সব গ্লানিদাগ।
ক'দিনের এ-মিলন? কোন'রূপে আত্মা স'ন ক্ষমায়ণা করি,
দেহাতীত চিরপ্রিয় অনন্তের উত্তরীয়-প্রান্তখানি ধরি।

গৃহ-মন্দির

কন্যা মোর দীপ করে ঢালে জল দ্বারতলে, হেরি চিত্রখানি
সম্ভ্রমে আনত মনে সন্ধ্যার সন্ধির খনে, জুড়িলাম পাণি।
অশুচি করেছে দ্বার যাতায়াতে বার বার মোদের চরণ,
আসিবেন দেবতারা তাই ঢালি' জলধারা করে সে পাবন।

সন্ধ্যার শাসন যেন সহসা থামায়ে দিল সর্ব্ব কোলাহলে,
ফেলে দিয়ে সব ভার জুটিতেছে শিরগুলি তুলসীর তলে
ধূপে দীপে শঙ্খতানে মন্দির সমান হলো গৃহখানি মম,
অশুচি চরণ ল'য়ে ফিরে এনু দ্বার হ'তে অপরাধিসম।

অত্যাদরের অত্যাচার

ফুলমালা পেয়ে কোথা রাখে যেবা পায়না দিশা,
কভু গলে পরে কভু শিরে ধরে—যায়না তৃষা।
চুমিতে চুমিতে শেষে সে সহসা—আত্মহারা,
বক্ষে দলিয়া মালার আদর করিবে সারা।

সত্য ও ঋজু

সত্য দূর্ব্বাদলসম শতপদ-পীড়নেও লুপ্ত কভু নয়,
বাণবিদ্ধ শ্যেনসম কুলায়ে পলায় মিথ্যা—সেথা ম'রে রয়।
অন্ধকারে ডুবে ঋজু, উষারুণসম পুন আলোক বিলায়,
অসরল মিটি-মিটি, প্রভাতে খদ্যোতসম কোথায় মিলায়।

তেজস্বীর জয়

রবি যবে ডুবু-ডুবু শেষ রশ্মি লভে শুধু গিরির শিখর,
পাথারে ডুবিলে দেশ উচ্চ তরুশির জাগে জলের উপর।
তেজে তুঙ্গ শির যার বিপদই বিপন্ন হয় তার দ্বারদেশে,
সম্পদ যদিবা যায়, অপরের তুলনায় যায় সব শেষে।

জীবনে ও মরণে

এ-পারে মরুভূ ধূ ধূ চরণ দহিছে শুধু ঈর্ষ্যাসিকতায়,
যশ হেথা লুব্ধ করে শেষে হায় ক্ষুব্ধ করে মরীচিকাপ্রায়।
মরণের পরপারে রচেছে সে শ্রদ্ধাভারে শ্যামস্নিগ্ধ কায়া,
কূজন গুঞ্জন স্তবে ভোগ্যফলে পুষ্পাসবে ঋদ্ধ বনচ্ছায়া।

প্রকাশ-পীড়ন

লৌহবর্ম্মাবৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত কেবল বাড়ায়,
ন্যায়ের শাণিত অসি রক্তপথে টেনে আনে তায়।
পাপ সে কি রহে গুপ্ত? ছিন্ন চীর যার আবরণ,
কুশাগ্র প্রকাশে তারে,—নাহি তাহে প্রকাশ-পীড়ন।

স্বচ্ছ ভুবন

সংসার, মুকুর স্বচ্ছ, হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে
সব মুখভঙ্গি ভাব তোমারেই নিত্য দেয় ফিরে।
চারিপাশে চাহ যদি সুপ্রসন্ন মুখ-পদ্মবন
প্রসন্ন সহাস্য মুখে স্বচ্ছতায় কর বিচরণ।

ধ্রুবাশ্রয়

বরিষায় যেবা ঘনপল্লবে রচেছে নীড়,
শুকানো শাখায় তাহারে কাঁপায় শীতে সমীর।
জিনি' ফণিভয় তরুর কোটরে রচে যে ঘর,
হিম-ঝঞ্ঝায় ঋতুভেদে তার নাহিক ডর।

সান্ত্বনা-না-যন্ত্রণা

কে তুমি এসেছ সান্ত্বনা দিতে অন্যমনা ?
আঁখির পাতার আড়ালে লুকায়ে শিশিরকণা ?
বচনে যে ব্যথা লুকাইছ বৃথা—সেযে গো জাগে
নয়নের কোণে গণ্ডে বদনে রক্তরাগে।
লুকাতে পারনি কণ্ঠজড়তা সবলে চেপে,
দীর্ঘশ্বাসেরে রুধিতে ও-বুক উঠিছে কেঁপে।
তোমারে চিনেছি পর নও, তবে তত্ত্বকথা
কেন কও ? এস গলাগলি কেঁদে মিলাই ব্যথা।
হ'তে চায় যারা পারাবারে হারা, বৃথাকি কাঁদা ?
সান্ত্বনা-ছলে পাষাণে উপলে দিওনা বাধা।

সুখ ও দুঃখ

সুখ এসে ভালবেসে সুকোমল কর-পরশনে,
ললাটে লেপিয়া যায় ধীরে ধীরে যে কজ্জলভার,
দুখ এসে স্বিন্ন-করে সে কজ্জলে কঠোর মার্জ্জনে
মুছিয়া প্রকট করে আগেকার উজ্জ্বলতা তার।
প্রমোদ-ভবন হ'তে ব্যাধি লয়ে ফিরে আসে পতি,
প্রাণপাত-সেবা-শ্রমে নিরাময় করে তারে সতী।

বাকীপথ

তুমি ছিলে ধূলিপুঞ্জ রসহীন নির্জীব অসাড়,
চৈতন্যে উজ্জ্বল ধন্য কে করিল জীবন তোমার?
জড় ছিলে, হইয়াছ মরলোকে আত্মায় অমর,
তমোময় ছিলে, আজি রজোরাগে হয়েছ ভাস্বর।
এতদূর যাত্রাপথে যে তোমারে আনিল আগায়ে,
জড়তা মূঢ়তা হ'তে যে তোমারে রাখিল জাগায়ে,
সে-ই বুকে লবে টানি—মধ্যপথে ভাবনা নিষ্ফল,
বাকীপথ দূর নয়——বিশ্বাসীর সুগম সরল।

মধ্যপথে

ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি ছুঁ'তে না পারে,
নমি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।

ক্লান্ত শ্রান্ত নদী যদি ছুটি বঁধুর পানে,
জোয়ারে উছলি পারাবার তারে হৃদয়ে টানে।
দীন ক্ষীণ যদি ভক্ত কাতর সজলআঁখি,
লয় তবে বাহু বাড়ায়ে দয়াল হৃদয়ে ডাকি।

কণিকা ও ক্ষণিকা

মধুপ কণিকা-মধু দান করি দংশনে সারা অঙ্গ ভরে,
ধধূপ ক্ষণিকা শোভা দিয়ে শেষে ভস্মের রূপে নয়নে পড়ে।
চপলা ক্ষণিক আলো দেয় বটে গর্জ্জনে শেষে কাঁপিয়া মরি।
গণিকা ক্ষণিক আদরে ভুলায়ে ভৃত্য বানায় জীবন ভরি'।
বণিক বিত্ত হরে ধীরে ধীরে জোড়হাতে ক'য়ে মধুর কথা,
ধনিক করুণা-কণা দান করি চাহে শতগুণ কৃতজ্ঞতা।

যবনিকার ব্যবধান

হে কল্যাণি, তুমি যদি পালঙ্ক তেয়াগি মাটি না করো পরশ,
রোমাঞ্চিয়া পায়ে পায়ে কে জাগাবে তার গায়ে পঙ্কজ-হরষ?
শিশু, যদি ভূষাবেশে ঢাকিস নবনী-তনু কঠিন শাসনে,
এ-বুকে ও-অঙ্গরজ স্নিগ্ধ যেন মলয়জ লভিব কেমনে?
শিরোভূষা দিয়ে সদা হে তরুণ ঢাকো যদি ললাট কুন্তল,
কেমনে লভিবে টীকা, জননীর আশীর্ব্বাদ—ধান্য-দূর্ব্বাদল?
তাতগুরুবৃন্দগণ রাখো যদি পাদুকায় ঢাকিয়া চরণ,
কোথা পদধূলি লভি ললাট বুলায়ে, কোথা লভিব শরণ?

আদানং হি বিসর্গায়

রম্য হর্ম্ম্য ধনজন এ প্রতিষ্ঠা আয়োজন বিসর্জ্জন তরে,
সৃষ্টির সৌষ্ঠব এত প্রলয়ে বরিতে শুধু সমারোহভরে।
অভ্যুত্থান উর্দ্ধপানে বাড়াইতে পতনেরি গুরুত্ব কেবল,
বজ্র আঁটুনির টান করিতে গ্রন্থিটি শুধু শিথিল বিকল।
স্নেহে প্রেমে জড়াজড়ি বিয়োগেরি মর্ম্মপীড়া কেবল বাড়ায়,
বিরহে দুঃসহ করে ক্ষণিক মিলন শুধু মেঘের ছায়ায়।
শোভাযাত্রা আয়োজন, প্রিয়জনে আমন্ত্রণ বাহিরে অন্দরে,
কেন এত প্রয়োজন? ঘটা ক'রে মহাযাত্রা করিবার তরে।

সাধুসঙ্গ *

স্বভাব সুন্দর যার দৈববলে যদি তার হয় অধোগতি,
পুন সাধুসঙ্গ পেলে হীন সহবাস ফেলে লভে ধর্ম্মে মতি।
স্বভাব-মধুর পয় বিস্বাদ লবণময় মিশে সিন্ধুনীরে,
সূর্য্যকর পুনঃ তারে উর্দ্ধে তুলে বাষ্পাকারে, স্বাদু হয়ে ফিরে।

জ্ঞানোদয়ে

তারা ঝলমল, দীপালী উজল, জোনাকী চপল দীপ্তি ঢালে,
হারা হয় সবে আলোকার্ণবে রবি জাগে যবে গগন-ভালে।
কোথায় ধর্ম্ম? কোথায় কর্ম্ম? কোথায় হর্ম্ম্য বিভববিভা?
যবে জ্ঞানভাতি লুটে দীপবাতি বিদারিয়া রাতি প্রকাশে দিবা!

প্রকারান্তরে নাস্তিক

মানুষেরে ভয় করি রীতিমত হরিরে ভুলেও ডরিনা,
মনে মনে তাই পাপ ক'রে যাই দেখিয়ে তা' কিছু করিনা।
তাঁর সন্তোষ কখনো চাহিনা লোক যশ শুধু চাই গো,
ডঙ্কা পিটিয়ে করি সুকর্ম্ম গোপনে করিনা তাই গো।
রোষে তোষে যাঁর উদাসীন রই ধারি কভু তার ধার কি ?
সাধু সাজিবারে করি নাম, আমি নাস্তিক ছাড়া আর কি ?

অনিত্যের মোহ

টানো মায়া-যবনিকা ভাল ক'রে, ঢেকে দাও দিকচক্রবাল
নিবিড়নীরদজালে। রচ' নেত্রে অঞ্জনের যাদু ইন্দ্রজাল।
চাহিনাক সত্যতত্ত্ব, অনিত্যের মোহে মত্ত, আহা বেশ আছি !
যত প্রিয়জন আছ স্বপ্নের প্রমোদ-কুঞ্জে এসো কাছাকাছি।
কে হারাবে সাধ ক'রে সীধুসিক্ত তন্দ্রাঘোরে মধুসম্মোহন ?
হায় কি লুটিয়া লবে এত আশা ভালবাসা রুদ্র জাগরণ ?
খুলোনা দিগন্তদ্বার, অন্তরের বাতায়ন, সত্য-তেজোজালে
রঙীন পতঙ্গ-ফুল মায়ার জোনাকী দগ্ধ হ'বে পালে-পালে

তুলসী

সেবিয়াছ সযতনে সুমার্জ্জিত গৃহাঙ্গনে বেদিকার পরে,
ধূপে দীপে সাজে ভোরে তুষিয়াছ গঙ্গানীরে বৈশাখ-বাসরে।
প্রতিদান লহ তারি আজিকে খেয়ার কড়ি পথের সম্বল,
স্নিগ্ধ মোর ছায়া-ক্রোড়ে মুদ' ভবনদী-তীরে নয়ন-যুগল।

আমি, বৎস, হরিপ্রিয়া মঞ্জরী-অঞ্জলি দিয়া করি আশীর্ব্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন ত্বরা তোমার জীবনভরা সব অপরাধ।
শুনোনাক উচ্ছ্বসিত মায়ার কাঁদন যত হাহাকার-রোল,
ক্ষীণকণ্ঠে, মনে মনে বল বৎস মোর সনে হরিহরিবোল।

দূর্ব্বা

অকিঞ্চন তুচ্ছ আমি, জনমেছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে,
দাও সবে পদধূলি, তৃণজন্ম ধন্য হোক, মরে' যাই সুখে।
মম দৈন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে কেন মোরে রচ' ভাই অর্ঘ্য দেবতার ?
কৃপান্বিত দাস্য আমি, কাড়িয়া লয়োনা মোর সেবা অধিকার।
পাষাণ-বিগ্রহ-পায় নিগ্রহের বেদিকায় হ'ব শুষ্ক-মৃত,
জীবনময়ীর গায় অক্ষয় যৌবন সম আমি রোমাঞ্চিত।
মন্দিরে পূজারীরূপে অভিমানে ভক্তিহারা যেন নাহি হই—
বিশ্বের সেবায় যেন জন্মে জন্মে যুগে যুগে শূদ্র হ'য়ে রই।

শৈশবের স্বর্গ *

শৈশবে আকাশে চাহি ভাবিতাম স্বর্গ ঠিক মাথার উপর,
বুঝি তাহা ছোঁয়া যায়, চাঁদ ধরিবার ছলে বাড়াতাম কর।
বাল্যে ছিল স্বর্গ মম পুণ্যপরিবেষসম ঘেরি চারি পাশ,
ক্রমশঃ সংসার ঘোর ত্রিদিব-স্বপ্নেরে মোর ক'রে নিল গ্রাস।
বড় হই ক্রমে যত দেখি স্বর্গ নির্ব্বাসিত কল্পনার বনে,
শৈশবে মরিলে হায় স্বর্গলাভ হতো মোর ভাবি এবে মনে।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়

সৃজনের পরদণ্ড ধ্বংসেরি প্রারম্ভ শুধু, এ,-ত স্থিতি নয়।
সৃষ্টির মারণমন্ত্রে রুদ্রতেজে লম্ফদানে জেগেছে প্রলয়।
আকর্ষণে বিকর্ষণে আবর্ত্তনে নিঃশ্বসনে আস্ফালিছে তাই,
শ্রান্তিহীন হুঙ্কারিছে লক্ষপক্ষ ঝাপটিয়া কারো রক্ষা নাই।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূভঙ্গিমা, ক্ষণে বক্ত্রে রক্ত ঝরে, ক্ষণে অট্টহাসি,
স্থিতি নয়,—সৃষ্টিমন্ত্রে নিদ্রিত প্রলয় জাগে ত্রিভুবনগ্রাসী।

ধনী ও মণি

এখানে ধনী হবে মণিরে বেঁধে রেখে ?
আঁচলে বাধিতেছ শূন্য হাহাকার।
মণি সে হেসে হেসে চলিছে কোন্ দেশে ?
স্বরগে রচিতেছে মরীচি-ভাণ্ডার।
নিরাশ হেথা মোরা, ভিখারী দীন হীন,
স্বরগে ধনী মোরা, রাখি না কারো ঋণ।

হাসির ফুল

শুভ্র ক্ষণিক মুখের হাসি, শিশির ভেজা দ্রোণের রাশি
বুকের হাসি সজীব তাজা রাঙা কমল ফুলের রাজা।
সুখের হাসির কনক-বরণ, চাঁপার মতন মনোহরণ,
দুখের হাসি অধর-পুটে অপরাজিতার মতন ফুটে।

ভক্তি ও ঘৃণা

ঊর্দ্ধে ছুটে উৎসসম ভক্তি, হৃদি উদ্ঘাটি',
স্বরগপানে টানিয়া তুলে হৃদয়ে ;
ঘৃণা সে নামে প্রপাতসম মর্ম্মশিলা উৎপাটি,
জীবনে নীচে নামায় ক্রমে নিরয়ে।
ভক্তি ভাতি চিৎকমলে করে অনবগুণ্ঠিত
অমলদলে গন্ধ মধু বিতরি' ;
ঘৃণা তাহারে সসঙ্কোচে মুদিয়ে করে কুণ্ঠিত,
অন্ধকারে অসিত দলে আবরি'।

সাধুর প্রকৃতি *

মিলেনা খনিতে একসাথে বহু বজ্রমণি,
মলয়-ভূধর চন্দনধনে একাই ধনী।
বহুরথী মিলি একসাথে কভু যুঝেনা রথে,
দল বেঁধে সাধু ধর্ম্মপ্রচার করেনা পথে।

বল ও প্রেম

বাঁধন যদি বাঁধিতে হবে নিয়োগ কর অঙ্গুলি,
ছুরিকা শুধু বিয়োগ করে ছেদনে ;
সকল দ্রোহ দ্বন্দ্বে প্রেম থামায় শুধু হাত তুলি
শক্তি শুধু বাড়ায়ে তুলে পেষণে।

নিভৃতের প্রয়োজন

গ্রীষ্ম-দহনে কোথায় গোপনে হ'ল উপাদান-আহরণ,
তবেত সহসা বারিদ-বজ্রে বরিষার বারি-বরষণ।
ধরার জঠরে নিভৃত কুহরে হ'ল কত যুগ আয়োজন,
তবে ত সহসা বিশ্বোদ্ভাসী মহাপুরুষের আগমন।

অজ্ঞাতবাসে বন-কান্তারে হ'ল ধীরে বল-উপচয়,
কুরুপাঞ্চাল-মহাসংগ্রামে পাণ্ডব তবে লভে জয়।
কাজ হবে যত বিরাট-বিতত, আগে তাহা তত ঘটাহীন,
তত ধীরে ধীরে-নিভৃতে নীরবে আয়োজন চলে নিশিদিন।

জীবনময় নবনী

ভেদি' দিগন্ত কুহেলি-ক্লিন্ন কান্ত বিধুর জ্যোছনা ঢালা।
ঘৃণ্য পঙ্কে সরসী-অঙ্কে বিকচ অমল কমলমালা।
নীরস-পাষাণ দারণ বিদারি' নিঝরধারায় সুধার রস,
সব গ্লানি-বাধা প্রলোভন ভেদি' সাধনা-সিদ্ধি, সাধুর যশ।
সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দলিয়া ধ্রুব প্রত্যয়ে একের ধ্যান।
ভোগের ফণায় মণির মতন বিরাগ-যোগের উজল জ্ঞান।
পাপ-পঙ্কিল মরম আলোড়ি' অনুশোচনায় বিভুর জয়।—
গরল-সাগরে ইহাই অমৃত, মরণের মাঝে জীবনময়।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান, প্রেম, দু'জনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি' তবু নাহি মানে ;
জ্ঞান বিশ্বামিত্র-সম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি',
প্রেম কণ্বসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে।

সৃষ্টি ও প্রলয়

বৎসলা মা অন্নপূর্ণা—ঋষিগণ সৃষ্টি তাঁরে কয়,
রুদ্ররূপী মহাকাল—বিষকণ্ঠ, জনক প্রলয় ;
এ বিশ্ব তাঁদের পুত্র। কারে কহ জনম মরণ ?—
মাতৃ-ক্রোড় হ'তে শুধু পিতৃ-ক্রোড়ে গমনাগমন।

নির্দ্ধারে পঞ্চমী ?

সত্য হ'তে বর্ম্ম কিবা, আত্মদান হ'তে মান,
বিত্ত কিবা হ'তে আঁখিনীর ?
মুক্ত হ'তে ধনী কেবা, ভক্ত হ'তে জ্ঞানবান,
রিক্ত হ'তে বলো কেবা বীর ?

প্রভুত্ব ও দাস্য

জ্ঞান—হে মানব, পর-সেবা পর উপাসনা,
সাজে কি তোমার এত আত্মাবমাননা ?
স্মর' তুমি কার পুত্র। যুঝি' প্রাণপণে
আত্মপ্রতিষ্ঠার লাগি—এ মর্ত্ত্য-জীবনে !

ভক্তি—যদিও আমার পিতা বিশ্বের ভূপাল,
তবু ও সেবক, ভিক্ষু, সারথি, রাখাল।
পিতা যদি দীন বেশে ফিরে দ্বারে দ্বারে,
কেমনে সন্তান দূরে র'বে ছাড়ি' তারে ?

অনুকল্পের মূল্য

বনের পাখীরে খাঁচায় বাঁচায়ে শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কান ?
ছত্রছায়ায় মিলে কভু বটপত্র-ছায়ার সুখ ?
তায় কি জুড়ায় বুক ?
গৃহে বসি তালবৃন্ত-ব্যজনে মিলে কভু অনাবিল
মুক্ত মলয়ানিল ?
কূপবারি ঢালি কলসী-কলসী মিলিবে কি সুবিমল
গঙ্গাগাহন ফল ?
অন্ধ সে উপনেত্র পরিলে আঁখি শোভা বাড়ে তার,
দৃষ্টি কি ফিরে আর ?
সোনার সীতায় দিয়া মহিষীর গুরুদায়িত্বভাগ,
পূর্ণ কি কভু যাগ ?

বিনয়ের অর্ঘ্য

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-সত্র-সভাতলে
হলো প্রশ্ন রাজন্যের দলে,
কে লভিবে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ? কোন্ নৃপবর ?
এক বাক্যে ধ্বনিল উত্তর,

বাসুদেব! তাঁর চেয়ে কেবা গুণবান
শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে গরীয়ান?
তখন শ্রীকৃষ্ণ কোথা? ঢালি পাদ্যজল
ধুইতেছে দ্বিজ-পদতল।

কল্প-স্বপ্ন

কল্পতরুমূলে গিয়ে কারো মিলে মণিরত্নধন
কারো মিলে পুত্রমিত্র কারো মিলে লাবণ্যযৌবন,
কেহবা দুর্গম পথে নাহি পেয়ে কল্পতরু খুঁজি'
হারায় বুকের ধন দস্যুহস্তে,—জীবনের পুঁজি।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জলঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে,
লেহন-পরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে,
বাৎসল্যের গোমুখীতীর্থ জাগিল কুটীর-তলে।

জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয় "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি!"—
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধিদ্রুমতলভূমি।

আশাকর্ষণ

শরতের সিত শোভা হেরিবারে সহি বারিধারা বরষায়,
হিমানীর পাণি সহি পরশনে মধু-যামিনীর ভরসায়।
সকল যাতনা সহি বুকে বহি দুখ হবে বলি' অবসান,
ভেসে ভেসে শোকে পেতে পারি কূল তাই ভেবে বাই তরীখান
জনমে মরণে জীবনে জীবনে এত ব্যথা তাপ জ্বালা হায়,
ফিরে ঘুরে আসি' মাথা পেতে লই মুক্তির সুখ-পিপাসায়।
তব সংসার-সৌর-চক্র আশাকর্ষণে,—ভগবান!
না ঘুরালে হায় মহানীলিমায় কোথা হ'ত তার তিরোধান।

প্রতিশোধ

কোঠা ইমারত কোথা গেল অত আজি জমিদার-ভাই?
ভিখ মাগো গ্রামপথে-পথে, নাই মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।
বাকী খাজনার জাল-মামলায় আমায় খাটালে জেল।
ভিটে-মাটী-ছাড়া করেছিলে, সারা জীবনে হানিলে শেল।
হের' চিতে-বেড়া-বাঁশবন ঘেরা অইটি আমার কুঁড়ে,
সহিয়াছি ঢের কপালের ফের, ফের উঠিয়াছি ফুঁড়ে।
অই যে আমার গোয়াল খামার, যতদূর সম্ভব
শিরা-ওঠা হাতে লাঙল ঠেলিয়া আবার করেছি সব।
পিসীমা তোমারে মানুষ করিল, মস্তঘরের ছেলে,—
সরমে বদন কেন ঢাকা বলো কি সাজা এমন পেলে?
কুৎসিত রোগে গলিত ও-দেহ? কেউ দেয়নাক ঠাঁই?
আমার এ ঘর তোমারো হইল আজ হ'তে, এস ভাই।

চণ্ডালের দণ্ড

একদা চৈত্র-দিবা-সায়াহ্ন—কাঁপিল ঝঞ্ঝাবাতে,
ঝলকে ঝলকে করকাবৃষ্টি যোগ দিল তার সাথে।
যজমানগৃহে শ্রাদ্ধ সমাপি' পুরোহিত দুইজন
ভগ্ন দেউলে আশ্রয় নিল স্মরি 'জয় নারায়ণ।'
হেরিয়া তথায় চণ্ডাল এক রুগ্ণ মলিন-বেশ,
ঘৃণাহুঙ্কারে জ্বলিল তাদের পদনখ হতে কেশ।
চণ্ডাল সহ দেব-মণ্ডপে! শিহরি' উঠিল তনু
তণ্ডুল-ঘৃত রয়েছে হস্তে,—মুণ্ডের পরে মনু।
পদাঘাত করে' কে হ'বে অশুচি? ধম্‌কালে নাহি নড়ে
ঢিল মেরে মেরে শেষে তারে দূর করা হলো পথ' পরে।
চণ্ডাল হেরে তরুতলে পড়ে' তড়িতের সম্পাতে
বজ্র গরজি সহসা দহিল দেউল বিপ্র সাথে।

আত্মগুণ-গান

স্ব-গুণ গেওনা, অন্যে গাহিবারে দাও অবসর।
আপনি কতই গাবে? তাহে তুষ্ট হবে কি অন্তর?
আপনি ভুঞ্জিবে যদি আপনার সর্ব্ব আয়োজন,
কেন তবে আনিয়াছ বন্ধুজনে করি আমন্ত্রণ?
সুখ্যাতি কীর্ত্তন শুনি ভক্তদেরো জাগিবে সংশয়,
আত্মপূজা হেরি' সবে ফিরে যাবে নিয়ে অর্ঘ্যচয়।
করিতে হইবে তুষ্টি-অভিনয় আত্ম-বঞ্চনায়।
যার গুণ গাহিবার কেহ নাই সেই নিজে গায়।

দুর্ল্লভ

আয়াসে শুক্তি মিলে সাগরের গভীর অতলজলে,
তাহার কঠোর জঠরে ডুবুরী আহরে মুক্তাফলে।
অহিবেষ্টিত চন্দনতরু রহে মহীধর' পরে,
পাষাণে অঙ্গ ঘরষিলে তার তবে সৌরভ ক্ষরে।
ব্রততীপিহিত আঁধার গহনে কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তাহারে চয়ন করিয়া আনিতে শত কণ্টক ফুটে।
মধুমক্ষীর রক্ষিত ধন বনবৃক্ষের শাখে,
চক্র পীড়িয়া লভিলে তাহারা দংশিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

গোষ্পদের জয়

দূর দিগন্তে উদিছে ইন্দু মধু-পূর্ণিমা সাঁঝে,
তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিল সিন্ধু-তড়াগ-নদীর মাঝে।
লম্ফে ঝম্ফে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি' কয়,
"বিশাল বক্ষে পূর্ণ চন্দ্রে ধরি নিব নিশ্চয়।"
ফেনিল তটিনী গরবে নাচিয়া কয় কল কল তানে,
"সুন্দরী আমি,—পূর্ণ চন্দ্রে আমি ধরি' নিব প্রাণে।"
কুমুদ ফুটায়ে মরাল ছুটায়ে তড়াগ হাসিয়া কয়,
"কেন এ দ্বন্দ্ব? পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয়।"
উদিল ইন্দু! লজ্জিত সবে,—ভাঙ্গা চাঁদ বুকে ভায়,
গোষ্পদে তার পূর্ণ বিম্ব বিস্ময়ে হেরে হায়!

ধানের ধূলি

উড়িলে ধানের ধূলি নাসার বসন তুলি'
নব্য সভ্য যুবক যথন,
"একি অসভ্যের দেশ ! যন্ত্রণার একশেষ ।"
বলি' দূরে করে পলায়ন,
দুই হাতে ধূলিরাশি মাখিয়া কৃষক হাসি'
হর্ষ-গদগদ ভাষে কয়—
চিরদিন এই ধূলি মাখি যেন সব ভুলি'
এই ভাগ্য জন্ম-জন্ম হয় ।
এ ধূলি সোণার বাড়া, জীবনে হয়োনা হারা,
চিরদিন মোর দেহে র'য়ো,
রোগের ঔষধ তুমি, লক্ষ্মীর জনমভূমি,
বিদায়ের শেষ-শয্যা হ'য়ো ।"

পুষ্পিত কাল

শতেক কিরণ-মেলায় ফুটিছে 'ঊষা' কমলের শতদলে,
সন্ধ্যামণির পীতিমায় ফুটে নিতি 'সায়াহ্ন' পরিমলে ।
কুপিত অরুণ জবায় বিকসে 'মধ্যদিবস' রাঙা হ'য়ে,
'সন্ধ্যা' ফুটিছে কুমুদের দলে জ্যোছনা-গলান' সুধা ল'য়ে ।
আঁধারনিশীথ বিকাশ লভিছে অপরাজিতায় থরে থরে ।
শেষ রজনীর করুণ বিদায় দীন সেফালিতে ফুটে ঝরে ।
পুষ্পিত হ'য়ে চলিতেছে কাল ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণেক্ষণে,
আলো-আঁধারের লীলা চলে কিবা কুঞ্জের সুপ্তি-জাগরণে ।

আলোক-বধূ

চিনেছি তোমায় তুমি যে মোদের দিনেরই আলো ;
অন্দর মাঝে পশিয়া সহসা নবরূপে আজ সেজেছ ভালো ।
মধুর অরুণ গোধূলি-লগনে,
শঙ্খ বাজিয়া ভবনে ভবনে
তব পরিণয়-বারতা সঘনে দিগ্ দিগন্তে বুঝি পাঠালো ।
ঝিল্লী-নূপুর বাজায়ে শোভনে,
পশিলে তখন পতি-নিকেতনে,
বাতায়নে মুখচন্দ্রে তোমার তারপর হ'তে কিরণ ঢালো ।
তোমার অঙ্গে হীরাসোণামোতি,
ফুটাল লক্ষ তারকার জ্যোতি,
গৃহ-দেউলের ছায়াপথে সতি, সেই হ'তে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালো

ধূলি

হা ধূলি, তোমায় কেমন করিয়া নিঠুর চরণে দলি ?
প্রাণহীন হ'য়ে তপ্ত শয়নে আজি পড়ে আছ বলি' ।
আমিও ছিলাম তোমারি দোসর
কত শত যুগ——নীরস ধূসর,
আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জ্বলি' ।
সে-কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

আজ যাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়ম-প্রভাবে জীবনোদ্ধত তনু,

কালি যদি তুমি গজরাজ হ'য়ে
রাজার রাজারে গৌরবে বয়ে'
মম কঙ্কাল-চূর্ণ চরণে উড়াইয়া যাও চলি',—
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

দিবার সহমরণ

রণক্ষেতে রণিবর রবি, জয়ী হয়ে ত্যজিল পরাণ ;
রাঙা হ'ল তা'র চিতা বহ্নি' পশ্চিমের গগন-শ্মশান।
এলোচুলে দিবারাণী তাই পট্টবাস পরি' হাসি মুখে,
অনুমৃতা হ'তে ছুটে যায় ঝাঁপ দিয়া সে চিতার বুকে।
মঙ্গল সঙ্গীত গায় পাখী, হেরে নর নির্ণিমেষ আঁখি।

শ্রেষ্ঠতার পূর্ণতা *

লয়ে অমাত্য পাত্র মিত্র আরোহি' রম্য রথে,
পুর-জনপদ-পরিদর্শনে—চলে রাজা রাজপথে।
প্রণমে দু'ধারে যুক্ত দু'করে ভক্তিতে প্রজা যত
দেয় প্রতিদান নৃপ আরো বেশী শীর্ষ করিয়া নত।
বিদূষক কয় "তোমার অতটা শিরোনতি নাহি সাজে
কুলশীলধনে সবা হ'তে তুমি শ্রেষ্ঠ এ দেশমাঝে।"
রাজা কয় "শুনে, যদি সব 'গুণে বড় বলে' মোরে ধর'
বিনয়েও কেন বড় হ'য়ে তবে হবো না আরও বড় ?"

সত্ত্ব ও রজঃ

রথ-ঘর্ঘরে, হ্রেষা-বৃংহণে, অসিপ্রাসঝন্ ঝনে,
চলে মহারাজ মৃগয়ায় আজ কম্পিত করি' বনে।
ভাঙ্গে তরুশির, ছিঁড়ে লতাজাল পদাতি অশ্বকরী
বনের হরিণ আশ্রয় লয় আশ্রম-বেদী' পরি।
সহসা উঠিল একটি শীর্ণ তর্জ্জনী পুরোভাগে
তপোজপে-ক্ষীণ যজ্ঞ-মলিন মূর্ত্তি জাগিল আগে।
বল্লিত যত গজ তুরঙ্গ, স্তম্ভিত শূল-শর,
কম্পিত ভীত কিঙ্কর নত শঙ্কিত নৃপবর।

আত্মোৎসর্গ *

আমার সকল বাগ্ জল্পনা হোক তব নাম-জপ,
সকল আর্ত্তি যাতনা আমার তোমা লাগি হোক্ তপ
হোক তব ধ্যান আমার চিন্তা, কল্পনা, মনোরথ,
শোওয়া-বসা মোর হউক তোমার চরণে দণ্ডবৎ।
পানাহার মম হউক আহুতি নিত্যই নবনব,
হোক মম কারু-শিল্প-চাতুরী মুদ্রারচনা তব।
মোর সবি তব, আমার বলিয়া যেন নাহি হয় ভ্রম,
সকল কর্ম্ম হোক মা তোমার পূজার বিবিধ ক্রম।
যাতায়াত মোর হোক্ মা সতত তোমারে প্রদক্ষিণ,
আমার-বলিতে-যাহা-কিছু সব ও চরণে হোক লীন

কৃতজ্ঞ নম্রতা *

ফলফুলভরা শাখা নুয়ে নুয়ে পড়ে ভূমিতলে,
"কেন সখা নতশির এ গৌরবে ?" শুষ্ক শাখা বলে।
শাখা কহে, এ গৌরব, এ সৌরভ, যাঁদের দয়ায়,
তরু ও ধরিত্রী ধাত্রী,—নমি আমি তাঁহাদের পায়।

কোথায় তিনি ?

গভীর অতলে, রবির কিরণ যেখানে পশেনা কভু,
পারাবার বলে গর্জ্জন-রোলে সেখানে রহেন প্রভু।
তুঙ্গ শৃঙ্গে অঙ্গুলি তুলি   ইঙ্গিতে গিরি কয়,
উর্দ্ধে উর্দ্ধে বিশ্বের পতি অন্য কোথাও নয়।

দশদিশি ছুটি সদাগতি ধীরে কানে কানে সদা ক'ন,
দিগ্‌দিগন্তে দূরে দূরে তিনি আঁখির আড়ালে র'ন।
সাধক বলেন কেন প্রতারণা ? হ'ননাক কাছ-ছাড়া,
বুকে-বুকে তাঁর সদা অভিষেক আঁখে-আঁখে তার ধারা।

প্রকৃত লক্ষণ

মুখ হাসে যাহে, হাসে নাক' চোখ, তার নাম নয় হাসি,
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ?
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান   নাহি গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে'-দেওয়ারে কে বলে দান ?

ব্যবধানের সার্থকতা

সুধা আর ক্ষুধা একই কণ্ঠে দাওনিক ভগবান,
কামনা এবং কাম্যধনের মাঝে রাখ ব্যবধান।
মরুতে মেরুতে, ভূধরে-সাগরে গড়েছ বিশ্বভূমি
একই বিধান জীবলোকে আর ভূলোকে রেখেছ তুমি।
কেমনে বলিব বিধানের ভুল—খেয়ালের অভিনয়,
সৃষ্টির ধারা চলিবে কি, দূরে লক্ষ্য যদি না রয়?

কবীরের কৈফেয়ৎ *

তব প্রেমরসে ডুবে রই বলে' লোকে কয় অপদার্থ
সে-প্রেমের ব্যথা সই তাই লোকে কয় আমি বড় আর্ত্ত
তব প্রেমপাশে বদ্ধ বলিয়া লোকে ভাবে মোরে বন্দী,
পাগল আখ্যা পেয়েছি হে নাথ, হ'য়ে তব প্রেমানন্দী ;
তব প্রেম ছাড়া কী যে সারধন জানিনাক আছে বিশ্বে,
জানি শুধু প্রভু প্রেমধনে ধনী করেছ এ দীন নিঃস্বে।

লোকে যা বলুক আর্ত্ত নইক,—লভেছি পরমানন্দ,
লোকের চক্ষে বন্দী হলেও,—টুটেছে আমার বন্ধ।
তুমি জানো প্রভু সত্যই আমি পাগল কি প্রকৃতিস্থ।
বন্দীই হই, বাতুল হই বা, লভিতেছি শুভাশিস্ তা
মানুষে আমারে যত ঘৃণা করে তত হই প্রভু ধন্য
লোকের হেলার আড়ালে আড়ালে হই শ্রীচরণাসন্ন।

অনুতাপ ও অশ্রু

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শস্য-শ্যামল বিত্তে।

অনুতাপ যবে পাপেরে জিনিয়া ফিরিল শিবিরকক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য দুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আঁখিবর্ত্মে।

হবি ও জল

বাড়ায় হিংসার গতি প্রতিহিংসা, পাপে বাড়ে পাপ,
হিংসারে যে হিংসে সেত নহে হিংসা, সে-যে অনুতাপ।
হিংসকের হিংসা,—সেত ধ্বংসানলে হবির বর্ষণ,
ক্ষমা যে বরুণ-মন্ত্র—হে সক্ষম—কর উচ্চারণ।

তপ ও জ্ঞান

মিলে হাসি-সুখ শত জনমের কত তপ-উপবাসে,
মূঢ় সেই জন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে [illegible] সন্ধান।

হাসি ও কান্না *

তুমি যবে জন্ম নিলে নগ্নতনু, জননীর কোলে,
সকলে হাসিল শুধু কেঁদেছিলে, তুমি কলরোলে।
চিরনিদ্রা এলে পরে, তব ব্রত উদ্‌যাপন-শেষে,
সবে পাশে কাঁদে যেন, চলে যা'ও তুমি শুধু হেসে।

আত্মতৃপ্তি *

ধরার নদী সাগরে নারে মিটা'তে তৃষা ক্ষিপ্ত,
প্রাণের রস-উৎস বিনা কোথায় কেবা তৃপ্ত ?
গন্ধে ভরা আপন নাভি, বিমোহে মৃগ ভ্রান্ত,
জড়িয়ে মরে অন্ধকারে, বৃথাই ছুটে শ্রান্ত।

তৃষা ও তৃপ্তি *

যে চিরতৃষিত, তৃষা যার ব্যাধি মিটেনা তাহার তিয়াসা ;
মিটে, তার দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া কত তৃষিতের পিয়াসা।
শ্রাবণের ধারা পিয়ে ভূমি করে বদনবিবর আয়ত,
তারি একটুতে তৃপ্ত তরুরা,—মরুভূও ছায়া পারতো।

দেবতার মুক্তি

মানব, মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত সুন্দর,
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর। *
অশ্বত্থ, মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে তার লভে নিদ্রা-সুখ।

পূর্ণ প্রতিফলন

বিশ্ব ভরিয়া আলোকের ধারা, পন্থা খুঁজে না পাও,
সকল ধারার অধিশ্রয়ণে হৃদয় পাতিয়া দাও।
তোমার হৃদয়-হীরক-খণ্ড তপনের মত জ্বলে'
কত যে ভ্রান্তে দেখাবে পন্থা প্রতিফলনের বলে।

যো বৈ ভূমা *

কল্পপাদপ যে কাননে বহু ভোগ্যোপচার বহে,
ঋষিরা তথায় শুধু বায়ু-পানে পরাণ ধরিয়া রহে।
তথাকার তোয় হেমকমলের পিঙ্গল রেণুময়,
শৌচের লাগি তাহে করে স্নান, বিলাসের লাগি নয়।

মণিময় শিলাগুহা হ'তে করে অপ্সরী আনাগোনা,
তাদের নিকটে জয় করে তারা কামের উত্তেজনা।
তপে যা কাম্য তারা তা হেলায় পায় ঠেলি, অনুখন
তথা করে তপ,—জানিনা কেমন তাদের কাম্যধন!

সুন্দর ও মধুর

মণি-মৌক্তিকে কিরীটে ছত্রে ভূষিয়া নৃপতি যবে,
রমণীয় মূর্ত্তি দেখা দেন পথে জনগণ-কলরবে,
পথের ভিখারী হেরি' চোখে তাঁরি ফুটে যে অশ্রুবারি,
তাহা তাঁর কোটি মাণিকের চেয়ে ঢের বেশী মনোহারি।

করে অনুযোগ করুণ নয়নে, হস্তে অন্ন-থালা,
বিলম্বাগত ভিখারীরে যবে দয়াময়ী ধনিবালা,
"কেন হতভাগা, যাস্ দ্বারে দ্বারে, রয়েছ-ত আশ্রয় !"
সেই ভৎর্সনা ক্ষীর ননী ছানা চেয়ে ঢের মধুময় !

সম্যক্ দৃষ্টি

মোরা হেরি মধ্য শুধু, তাই হেরি যত দ্বন্দ্বভেদ,
আদি অন্তে নাহি জানি যথা মিলে সকল বিচ্ছেদ,
মোরা হেরি অংশ শুধু, তাই হেরি সবি লক্ষ্যহারা,
সমগ্রেরে নাহি জানি যথা চির শৃঙ্খলিত তারা।
কমলের শতদলে হেরি শুধু বৈচিত্র্য-প্রসার,
গোপনে মিলন-কেন্দ্র রহে বৃন্ত অবলম্ব তার।

আনন্দ ও সুখ।

আনন্দের নাহি জাতি-বিদ্যা-বিত্ত-সজ্জা, লজ্জা-লেশ।
হোলীর রাজার কেবা করে কুল গোত্রের উদ্দেশ ?
ভিক্ষায় নাহিক কুণ্ঠা, অপমানে নাহি দৃকপাত,
যশে তার নাহি স্পৃহা, নেচে গেয়ে ফিরে দিনরাত।

রাজার দুলাল—সুখ, অভিজাত্যে গর্ব্বস্ফীত মন,
ফুল-শয্যা'পরে যাপে কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যসনি-জীবন ;
শত্রু-ভয়ে চিত্ত কাঁপে, ম্লান মুখে চাহে ভৃত্যপানে,
সমস্ত নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা তবু প্রাণে।

জড়বাদ

মানি-না সে-বৈজ্ঞানিকে, যে কয় টানিছ সবে হৃদিকেন্দ্রপানে,
তবু তোমা বলে জড়, মায়েরে জীবন্ত বলি তবু নাহি মানে।
আমি জানি হে-জননি প্রসারিয়া রূপহীন কোটিকোটি পাণি,
নিবিড় করিয়া অঙ্কে সন্তানে ধরিতে স্নেহে নিতে চাও টানি।

একি মিথ্যা, দুষ্টগ্রহ-তুষ্টি তরে অহরহ করো স্বস্ত্যয়ন?
একি মিথ্যা, দিয়া স্তন্য দিয়া বারি দিয়া অন্ন পালো জীবগণ?
একি মিথ্যা যজ্ঞকুণ্ড চারিপাশে ভ্রমিতেছ পুত্রহিত লাগি?
একি মিথ্যা স্নেহার্ণবে বেষ্টিয়া রেখেছ সবে চিররাত্রি জাগি?
একি মিথ্যা ক্রীড়াশ্রান্ত শিশুরে পাড়াও ঘুম গূঢ়কক্ষতলে?
জানিনা কেমনে তবু বিজ্ঞ সেই বৈজ্ঞানিক জড় তোমা বলে।

বসন্তশেষে

দুয়ারের দুইপাশে শুষ্ক দুটী রম্ভাতরু ছিন্ন বিদলিত—
আধভাঙা দুটী ঘট, শাখাফল-শ্রীগৌরব তার তিরোহিত।
দেউলের থামে থামে জানায় মর্ম্মর-ব্যথা পুষ্প-পর্ণমালা,
মুছেগেছে অলিপনা, আঁকা ভিতে কালীরেখা, শূন্য নাট্যশালা!
আঙিনায় আটচালা বৎস-গাভী শুয়ে তথা করে রোমন্থন,
কপোত গুমরি কুজে বেদী'পরে হাহা করে শূন্য সিংহাসন।
উচ্চমঞ্চ খাঁখাঁ করে নাহি তাহে নহবৎ। হয়ে গেছে শেষ
বাসন্তী লক্ষ্মীর পূজা,—নিদাঘ অলক্ষ্মী হেথা করেছে প্রবেশ

দারিদ্র্যদোষঃ *

'গুণরাশি সনে রহি এক দোষ ডুবে যায় গুণমাঝে,
শীতরুচি বিধুমরীচিমালায় অঙ্ক লুকায় লাজে।'
দৈন্যের ব্যথা কখনো সহনি ওগো রাজসভাকবি,
একথা বলিতে পারিয়াছ তাই নৃপের প্রসাদ লভি।

ব্যর্থ দীনের গুণসহস্র—এক দারিদ্র্য-দোষে,
হোকসে শিল্পী কবি-গুণী, তার যশ কেহ নাহি ঘোষে।
হে কবি, তোমার সত্যবাণীর এত গুণ-গৌরব,
গুণরাশি-নাশী এক দারিদ্র্য বিতথ করেছে সব।

আঘাত-পরীক্ষা

বড় কভু নয় জাতি কুল রূপ কিম্বা দেহের চিক্কনতা,
যেখানে আঘাত উচ্চনীচের ভালমন্দের বিচার তথা।
কাঁসা-ও-কাচের মধ্যে কে বড়, আঘাতেই তার পরখ মেলে,
ভাঙা-কাঁসা তবু কিছু দাম পায়, ভাঙাকাচ ঝাঁটা দূরেই ঠেলে

অনাদর ও জনাদর

অনাদর দেখে জনাদর দেখে হয় না বিচার, কে ছোট বড়,
কার্য্যকলাপ দেখ একে একে পরিণতি দেখে বিচার কর।
মিষ্ট যে গুড়, সুরা-রূপ ধরে, তাই পিয়ে পুন লক্ষ্মী ছাড়ে,
গোময়-পঙ্ক কমলা-চরণে কমল ফুটায় জমির সারে

পলিত ও ললিত

"একে একে ক্রমে করেছে প্রয়াণ সকল সাথী,
শীতের শীতল সমীর কাঁপায় দিবসরাতি,
এখনো জীর্ণ পালিত শীর্ণ পত্র ওরে,
তরুর শাখায় রোস্ কি আশায় শুধাই তোরে।"
"যে গেছে সে যাক আমার এখনো আসেনি দিন,
বাকী আছে মোর শোধিতে এখনো ধরার ঋণ।
কচি কিসলয়ে আগুলি' রহিব—দারুণ মাঘে,
ছায়াটুকু দিব শিশিরে বাঁচাবো ঝরার আগে।"

জীবনের সার্থকতা *

যে জীবন বটসম সৌন্দর্য্যের মন্দির বিদারি',
জনমি, সহস্র বর্ষ মূলশাখা প্রশাখা বিস্তারি'
শুষ্ক জীর্ণ হ'য়ে শেষে রন্ধনের যোগায় ইন্ধন,
সুদীর্ঘ হলেও, ধন্য স্পৃহণীয় নহে সে জীবন।
তার চেয়ে, যে-জীবন অব্জসম পঙ্কে জন্ম লভি'
শুধু দিনেকেরো তরে স্ফুটচিত্তে পূজে প্রেম-রবি,
বাগ্‌দেবতা ইন্দিরার পাশাপাশি রচে সিংহাসন,
এ মর বিশ্বের মাঝে চরিতার্থ ধন্য সে জীবন।
সৌন্দর্য্যের মন্দিরের পূজারী যে দিনেকেরো তরে,
ধ্বংসধর্ম্মী দিগ্‌জয়ীর চেয়ে সেও ধন্য ধরা'পরে।
সুন্দরে যে আছি বন্দে ব্যর্থ তার বিরাট প্রচার।

চঞ্চল-জীবন পদ্ম,—যোগ্য সদ্ম চঞ্চলা পদ্মার।

বাক্যের স্ফুলিঙ্গ

এককণাসার কথা, কৌশলীর শরাসনে অব্যর্থ সন্ধান,
অসার বাক্যের পুঞ্জ অপটুহস্তের শত লক্ষ্যহীন বাণ।
এককণা সার কথা একরতি মৃগমদ—ছড়ায় সুযশ,
অসার বচন স্তূপ জন্তুর শৈলের মত রঙীন অলস।

পক্ষিতত্ত্ব

চীৎকারে চিল কহে "মোর মত বলো বলবান কেবা ?
সব হতে আমি ঊর্দ্ধে উঠিয়া করি সবিতার সেবা।"
শিখী কহে "সখা, আমার মতন সুন্দর কেহ নাই
ভুবন-ভুলানো নৃত্যে আমার মুগ্ধ কে নহে ভাই ?"
কোকিল কহিল "রূপ নাই মোর, নৃত্য করিনা বটে,
আমার মতন মধুর কণ্ঠ,—কাহার ভাগ্যে ঘটে ?"
কাক কহে "আমি নহি সুকণ্ঠ নাহি রূপ, নাহি জোর,
বিশ্ব-বিজয়ী কোকিলে পেলেছি,—ইহাই গর্ব্ব মোর।"
চকোর কহিল "গান গেয়ে আমি জাগাইয়া নিশানাথে
আলোকিত করি বিশ্বভুবন কৌমুদী-সম্পাতে।"
চাতক কহিল "বিশ্ব যখন গ্রীষ্মের দাহে মরে
মম আবাহনে জলদপুঞ্জে শীতল জীবন ঝরে।"
কোকিল কহিল "গান গেয়ে আমি হিম-ঘুমঘোর হরি'
বিশ্বের মাঝে আনি ঋতুরাজে বর্ষে বর্ষে বরি'।"
কাক কহে "আমি জানিনাক গান, অরুণোদয়ের আগে
আমার রুক্ষ তাড়নে ভুবন বিভু নামে নিতি জাগে।"

দাতা কর্ণ *

কি যেন কহিল অস্ফুট স্বরে ভিখারী, হাতেমশাহের দ্বারে
ওমরাহগণ শুনিতে পেল না, উত্তর দিল হাতেমই তারে।
হাতেম বধির, জানিত সবাই, অবাক হইয়া শুধাল সবে,
"শ্রবণশক্তি ক্ষীণ জনাবের শুনিতে কেমনে পেলেন তবে ?"
কহিল হাতেম "দীন আবেদনে শ্রুতিবল মোর প্রখর আছে,
তোষামোদ ছাড়া কয়না যে কথা বধির কেবলি তাহারি কাছে।"

নিন্দুক

গুরুর সমীপে আসিয়া শিষ্য নিবেদিল "প্রভুপাদ,
সারাদিন শুধু 'অমুক' প্রভুর করিছে নিন্দাবাদ।"
শুনে ক'ন গুরু "আমার নিন্দা করেছে সে বুঝি ব্রত।
ক'র তার ব্রত উদযাপনের সহায়তা বিধিমত।
আমার দোষের কতটুকু জানে ? ক'দিনের পরিচয় ?
ষাট বছরের সব দোষ মোর অবগত তার নয়।
কত পাপ আমি করেছি জীবনে অবধি তাহার নাই,
ডাক' তারে মোর অপরাধগুলি বিবৃত করিতে চাই।
অগণন মোর দোষপাপত্রুটী সব শুধু জানি আমি;
আর জানে সব যা কিছু গোপন মম অন্তরযামী।
দিওনাক বাধা, বন্ধু আমার করুক নিন্দাবাদ,
প্রচারে প্রচারে ক্ষয় হোক মোর অপরাধ পরমাদ।
ডাক' তারে বাছা, বসুক লইয়া লেখনী-পত্র তবে
বৎসর ধরি লিখুক যা' বলি,—বিরাট গ্রন্থ হবে।"

চাতক

বৃষ্টির নাহিক আশা, খররৌদ্রে দগ্ধপ্রায় মহী,
বারি বিন্দু তরে তবু বিহরিছ কত ব্যথা সহি,
তৃষ্ণায় বিশুষ্ককণ্ঠ চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যায়
তবু তুমি নামিবে না তৃষাশান্তি লাগি এ ধরায় ?
একি অভিমান তব ওরে দীন কাঙ্গাল যাচক
প্রাণ দিবে তবু তুমি নত নও, 'সগন্ধ' চাতক ?
বুঝিয়াছি তব নীতি, হে মনস্বি জানিয়াছ সার,
নীচের করুণা হতে শ্রেয়ঃ তীব্র বেদনা তৃষ্ণার।
'প্রার্থনা নিস্ফলা তবু বিধেয় তা' মহৎ সকাশে
অগৌরব, যাচ্ঞা যদি পূর্ণ হয় অধমের পাশে।'

কবীরের সহজপ্রেম *

নীরের মাঝে মীনের মত তোমার প্রেমেই রই,
প্রেমের অতুল আদর লভি প্রেমের আঘাত সই।
জানিনাক তোমার বরণ, তোমার স্বরূপ তোমার ধরণ,
বুঝি শুধু তোমার প্রেমের যায়না পাওয়া থই।

সইতে নারি হোমের জ্বালা জপিনাক তুল্‌সী মালা,
যাইনা কোথাও, তীর্থপথের পথিক আমি নই।
ও প্রেমছাড়া আর কি পেতে, হবে মোরে গুহায় যেতে ?
জানি না আর কাম্য কিবা তোমার ও-প্রেম বই।

শোভন

তরুণারুণ-কর নীহারহারে পড়ি'
উষারে করে মণি-মালিনী,
বৃষ্টিধারা শেষে ইন্দু মৃদু হেসে
নিশারে করে শোভাশালিনী।
তপোজ স্বেদকণা হোমের আলো মাখি'
ঋষির ভালে রচে সুষমা,
করুণালোক যদি উজলে আঁখিজলে
তাহার নাহি মিলে উপমা।

সংসার-সরাইয়ে *

পশেনি তোমার কানে? ঘন-ঘন বাজিছে দামামা,
উঠিছে উটের পিঠে রাহীদল বাঁধিয়া আমামা।
তাদের গর্দ্দানে বাজে কিনি কিনি কিঙ্কিণী ঘুঙর,
ভিজাতেছ শুষ্কতালু ওগো কারা নিঙাড়ি আঙুর,
সরাবে মস্তানা হয়ে এখনো কে পড়েছ ঢুলিয়া—
অহিফেনে নিদ্রাগত, যাত্রাপথ কে গেছ ভুলিয়া?
জ্বলেছে মশাল, বাজে তলোয়ার, উঠে ঘোররোল,
এখনো বেহুঁস কেগো? চারিদিকে এত সোরগোল!
পথের ক্ষণিকি মোহে কে ভুলিবে অমৃতবৈভব
মহামিলনের কাবা, আর সেই মহামহোৎসব?

কবি ও সমালোচক

সমালোচক কহেন "কবি, গভীর শীতের বর্ণনাতে
ফুটায়েছ চম্পা অশোক লোধ্র গোলাপ কুন্দ সাথে,
শীতের বাগান তড়াগকানন একবারে যে কুসুমহারা
ফাল্গুনের ফুল ফুটাও শীতে কাব্য তোমার কেমন ধারা?

কবি কহেন "শীতের কানন শুক্‌নো মরা আঁধার বটে,
মনের বাগে মধু ঋতুর কখ্‌খনো না অভাব ঘটে।
ফুটেনাক একটিও ফুল যখন দেশের গভীর বনে
সকলগুলিই ফুটতে থাকে তখনো যে কবির মনে"

প্রয়াগ-সঙ্গম *

কাল' যমুনার কল-তরঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে কিবা,
হের সুন্দরি,—শোভিছে গঙ্গা অপরূপ রূপ-বিভা!
মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেত পদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ালীন চন্দ্রিকালোক আঁধারের গায়ে আঁকা,
হরিচন্দন-পরিরচনায় যেন কালাগুরু মাখা!
বিভূতিভূষিত হর-কলেবর অসিত ভুজগ তায়,
শুভ্র শারদ মেঘান্তরিত সুনীল অভ্র ভায়।
মানসের পথে মরালের যূথে যেন নীল হাঁসগুলি,
হের বরাঙ্গি,—গঙ্গার সনে যমুনার কোলাকুলি।

জীবন্মুক্তি *

বাঁচিয়া থেকেই মুক্তির স্বাদ,—প্রকৃত মুক্তি তাই,
দুঃখসুখের অতীত যে-জন বন্ধন তার নাই।
দিবেনা মুক্তি তীর্থ গমন স্নান পান উপবাস,
অপগত হ'লে ভ্রান্তি-প্রমাদ খসে বন্ধন-পাশ।
যেখানে বাঁধন সেখানে মুক্তি, মিলে তা জীবন-পথে
জীবন্মুক্ত অমৃত স্বর্গে প্রবেশে মরণ-রথে।

তৃষা

তরুর তৃষা মরুর বুকেও রসের সৃজন করে,
মরুর তৃষা জাগায় স্নেহ পাষাণ-পয়োধরে।
ফুলের বুকে গলায় মধু অলির তৃষা ক্ষুধা,
বঁধুর তৃষা জাগায় বধূর অধরপুটে সুধা।
ব্যোমের নয়ন সজল করে তৃষিত বৈশাখ,
তৃষার বেগে গলায় মেঘে ফটিক-জলের ডাক।
শিশুর তৃষা বৎসলতার উৎস আনে টানি,
পাখীর তৃষা সরস করে ফলের হৃদয়খানি।
রসের তৃষায় যশের তৃষায় গান র'চে যায় কবি,
রূপের তৃষায় রঙীন নেশায় শিল্পী আঁকে ছবি।
সুখের তৃষা ভরায় ধরা কর্ম্ম-কোলাহলে,
মোচন-তৃষা ধর্ম্মে জাগায় ভক্তলোচন জলে।
ব্রহ্মতৃষায় জ্ঞান-যোগীরা লীলায় ভাবে মায়া,
লীলার তৃষায় ব্রহ্ম স্বয়ং ধরেন মানব-কায়া॥

হাতী ও শেয়াল

শেয়ালগুলো রোল তুলে সব পিছন পিছন ধায়,
হাতী চলে আপন মনে ফিরেও নাহি চায়।
পথের কাঁটায় ব্যথা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় হাতী,
শেয়াল ভাবে তাদের ঠেলায় লাগ্‌ল বুঝি দাঁতি।
যদিই মেঘের ডাক শুনে সে চাহে পিছন পানে,
লেজ তুলে সব শিয়ালগুলো দৌড় মারে কোন খানে
শেয়ালগুলোর হুক্কিহুয়া বিফল তবু নয়,
বনের বাকী শেয়ালগুলো উল্লাসে গায় জয়।

শূন্যরথ

কোন' সাধুর মুণ্ডিতশির কারো বোঝাই জটে,
কেউবা চলেন তীর্থ-পথে কেউবা রহেন মঠে।
কেউবা জপেন তস্‌বি মালা কেউবা জ্বালেন ধুনী,
তত্ত্ব-কথায় বাগ্মী কেহ, কেউবা থাকেন মুনি।
কেউ বা বাঘা, কেউ বা নাগা, কারো হাজার চেলা,
সবই আছে শূন্য কেবল পরম ধনের বেলা।
রথ চলেছে সমারোহে বাজছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান, হাজার লোকে তুলছে কলরোল,
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা—লাজ বরিষে পথে,
সবই আছে রথের ঠাকুর নেইক শুধু রথে।

রৌদ্ররস

উগ্র ভানুর ময়ূখমালায় ঝলসিয়া পড়ে মহী,
একা ও-রাজীব রয়েছে সজীব তীব্র দহন সহি।
চারিদিকে তার শীতল-সলিল হিল্লোলি গায়ে পড়ে,
নলিনীপত্রে সতত পবন আদরে ব্যজন করে,
পঙ্ক যোগায় তারে প্রাণরস মৃণাল-ছিদ্রপথে
তবে সরসিজ স্যর্য্যের তেজ স'য়ে রয় কোনমতে।
এত রসময় জীবন যার সে রুদ্রে পূজিতে পারে,
রসভাণ্ডার ভরা যেথা সেথা সকল ব্যথাই হারে।

গোকুলে ও নিখিলে

বাসবরূপে—মিত্ররূপে—বরুণ রূপে কভু
লভিলে পূজা যজ্ঞাহুতি শ্রুতিতে তুমি প্রভু।
পুরাণ তোমা শ্রীহরি রূপে করিল আরাধনা,
উপনিষদে ব্রহ্ম নামে লভিলে উপাসনা।
পুরুষরূপে সাংখ্যে, পরমাত্মারূপে যোগে,
মূর্ত্তি ধরি লভেছ পূজা দেউলে রাজভোগে।
গোকুলে শুধু রাখালী কর মাথায় বহ বাধা,
তোমায় সেথা ধরায় পায়ে আভীর-বধূ রাধা।
নিখিলে তুমি লভিয়া সেবা গোকুলে সেবা করো,
যোগীঋষিরা চুলোয় গেল গোয়ালই হলো বড়।

চিরভাস্বর

বৃথাই ঢুঁড়েছি আঁধারে—ঘুরে ঘুরে সারারাতি।
ঘাটে মাঠে মঠে দেউলে—হাতে লয়ে ক্ষীণ বাতি ॥
হারায়ে আলোর মাঝারে, তোমারে খুঁজি যে আঁধারে,
সকল রবির সবিতা—জ্বল' জ্বল' তব ভাতি ॥
থাক' না লুকায়ে গোপনে—বৃথা কেন খোঁজা তবে,
তেজ সম্বরি' ধেয়ানে——তুমি জাগ' অনুভবে।
হে-রবি তোমারে হেরিতে দীপ জ্বালি বৃথা নিশীথে,
হারাই তোমারে আলোকে—ঝলসে নয়ন পাতি ॥

অপ্রিয়ের বরণ

শোক ব্যাথাময় বটে, তাই বলে' কে সহে সান্ত্বনা ?
বিস্বাদ হলেও সত্য, সাধ করে' কে চাহে ছলনা ?
সতী-লক্ষ্মী অজ্ঞা দীনা বলি কেবা ঘৃণা করি তায়
চতুরা হৃদয়হীনা বিলাসিনী বিদুষীরে চায় ?
দুঃখ-কষ্ট রুক্ষ অতি, সুখ সুশ্রী ললিত বলিয়া
দাসত্বে বরিবে কেবা সাধ করে', নিজত্ব দলিয়া ?
আত্মজ কুরূপ বলি' তাই তারে দূর করি', ঘরে
সুদর্শন পোষ্যপুত্রে কে পালিবে স্নেহ-সমাদরে ?
দৈন্য করে কুশ্রী জীর্ণ, প্রতুলতা ফিরায় যৌবন,
ন্যায়ধর্ম্ম ত্যজি তবু কে করিবে অর্থ আহরণ ?
ভৃত্য পুরাতন বলি' ঘৃণাভরে তারে করি' দূর,
সেবাকার্য্যে কে চাহিবে শঠ ক্রূর তরুণ চতুর ?

প্রতিফলন

স্ফটিক-ফলকেতে আলোক-সম্পাতে প্রতি-ভা ছুটে শত নয়নে।
সজল-চোখে যদি উজলে প্রেমনিধি ফলে সে কত প্রতিফলনে।
করুণালোক-ধারা, মাণিক-আঁখিতারা হীরক-হৃদে যদি ঠিকরে,
সবার হৃদিগুলি উজল করে' তুলে শতধা জ্যোতীরেখা-নিকরে।

তুলনা *

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা গাইয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশুপাখী তটিনী-তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লী-জনপদে পাগল ভিখারীর সাজে
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে আসেনা নগরের মাঝে।
একদা সম্রাট কহিল "তানসেন, তোমার গুরু যেই জন
তাঁহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ, মাগি হে তাঁর দরশন।"
এতেক কহি নৃপ ছদ্মবেশ ধরি চলিল তানসেন সাথে,
শুনিল প্রাণ ভরি',বিভোর হরিদাস গাহিছে একতারা হাতে।
কহিল "তানসেন, রাগিণীতাললয়ে অনেক গেয়েছ ত গান,
আজি যা শুনিলাম তাহার মত কই আকুল করেনা ত প্রাণ?"
কহিল তানসেন "কাহার সাথে কার তুলনা কর' হায়, ভূপ,
গোমুখী-উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ?
গন্ধমধুভরা কোথা সে সরোরুহ ঋষি যা সঁপে দেবতায়,
কোথা এ উপবনে রঙীন ফুল যাহা বিলাস-লাগি ফুটে হায়?
ভারত-ভূপ, তব আদেশমত গাই আমি এ লোকসভামাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গা'ন তিনি, তুলা কি তাঁর সাথে সাজে?"

কবীরের বন্ধু *

মন্দিরে মোর বন্ধু যখন আর কোন' দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই।
লুপ্ত হয়েছে সব সংশয় জ্ঞানের তত্ত্ব আর না চাই।
মম দোলাচল-চিত্ত নলিন আজি হলো স্থির স্পন্দনহীন,
বিরাজে তথায় প্রভু নিশিদিন, তাঁরি বন্দনানান্দী গাই।

ঘাঁটিনাক আর শাস্ত্রের পুঁথি গুরু-মহাজন আর না খুঁজি,
সাধু সজ্জনে শুধাতে চাইনা নিজে কোন' কথা বুঝি-না-বুঝি
এমন বন্ধু ঘরে যার রয় সে চাহে কি আর পর-প্রত্যয়,
সকল চিন্তা বাক্যে কর্ম্মে বন্ধুর মম নিদেশ পাই।

কবীরের খেদ *

প্রেমের রঙ্গে মন না রঙায়ে কাপড় রাঙাল যোগী,
আহার বিহার তেয়াগি তাহার সাজিল নেহাৎ রোগী।
জীবে না তুষিয়া শিবে না ভজিয়া পাথর পূজিল গৃহী,
ভক্তি না দিয়া দিল ধূপদীপ দিল ফল মূল ব্রীহি।
প্রেম না বাড়ায়ে সাধু সন্ন্যাসী বাড়াল জটা ও দাড়ী,
ইন্দ্রিয় কুলে পুড়ায়ে মারিল জয় করিতে না পারি।
না মুড়ায়ে ফেলি লালসা, বিরাগী শুধু মুড়াইল মাথা,
হৃদয় না দিয়া দীনেরে শুধুই টাকাকড়ি দিল দাতা।
কবীর কহিল প্রভুরে কেউত করিলনা প্রেমদান,
ভজিল না কেউ, করিল ভজন পূজনের শুধু ভাণ।

দারিদ্র্য *

মম নিকেতনে যা-কিছু চেতন হয়েছে সকলি মৃতের পারা,
ফুকারি ডুকরি উঠিছে কাঁদিয়া অচেতন হয়ে আছিল যারা।
মূষী সে হয়েছে মূষলীর প্রায়, রুগ্ন শীর্ণ দৈন্যহত ;
মার্জ্জারী, মূষী—শুনী, মার্জ্জারী, গৃহিনী স্বয়ং শুনীর মত,
জীবজন্তুর এ-দশা—বদন লূতাতন্তুর বসনে ঝেঁপে
ঝিল্লীর তানে কাঁদিয়া উঠিছে জড় চুল্লী সে ক্ষুধায় ক্ষেপে।

হিংসা ও দম্ভ

গুণীর অনেক ভক্ত, গুণজ্ঞ—হিংসুকসম পাবেনাক খুঁজে,
অন্যে মুখে শ্রদ্ধা করে হিংসুক পরের গুণ হাড়ে হাড়ে বুঝে।
যোগ্য মান নাহি লভি সহজেই ক্ষুণ্ণ হও লোক-ব্যবহারে,
দম্ভের সেই-ত দণ্ড প্রত্যাশা কর'য় বহু আত্ম অহঙ্কারে।
কহে যারা স্পষ্টরূঢ় সব হতে তারা মূঢ় দাম্ভিক অজ্ঞান,
আপন ধারণা চিন্তা ভাবে সে অভ্রান্ত বেদবাক্যের সমান।
আগে পাপ পরে দণ্ড কোন একদিন এই রীতি চিরন্তন,
হিংসাই আপন দণ্ড, পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত অভিন্ন এমন।

মাতৃস্নেহ

নদীনদ উৎস হ্রদ তড়াগ পল্বল গ্রীষ্মে বিশুষ্ক নির্জ্জল,
গূঢ়কক্ষে রক্ষা করি অন্তরালে থাকি কূপ দেয় হিমজল।
দুর্দ্দিনে সৌভ্রাত্র-মৈত্রী-প্রণয়-করুণা-বিন্দু না মিলিতে পারে,
কে শুনেছে মাতৃহৃদি শূন্য শুষ্ক স্নেহহারা দুঃখের সংসারে?

বাক্যের মূল্য

শুভক্ষণে সারকথা কহিবারে প্রাজ্ঞ করে জিহ্বার চালনা,
মূঢ় কিন্তু যথা তথা অযথা সতত বৃথা নাচায় রসনা।
বীর কভু অসি তার করেনাক কোষমুক্ত প্রয়োজন ছাড়া,
বীর্য্যহীন নিশিদিন বাতাসে ঘুরায়ে ফিরে কাগজের খাঁড়া।

ব্যর্থ কেহ নয়

সংসার অরণ্যে দেয় কেহ ফল কেহ ফুল কেহবা পল্লব,
কেহ দেয় স্নিগ্ধ ছায়া পাখীরে আশ্রয় কেহ, কেহ দেয় সব।
যার কিছু নাই, নাই ফুল ফল ছায়া শোভা পল্লব ললিত,
সেও হেথা ব্যর্থ নয়,—নিজ অঙ্গে বিশ্বযজ্ঞ রাখে সঞ্জীবিত।

প্রকৃত সৌষ্ঠব

হস্তের শোভা সদনুষ্ঠান নয়ক সোনার বোতাম, বালা।
কণ্ঠের শোভা সত্য-কথন, নয় নেকটাই, নয়ক মালা।
কৃপার অশ্রু নয়নের শোভা নয়ক সোনার চশমাঠুলি,
জুতা মোজা নয় চরণের শোভা, শোভে সে মাখিয়া তীর্থ-ধূলি
বক্ষের শোভা শোভন হৃদয়ে, নহে হার, চেন, লকেটঘড়ি,
আঙুলের শোভা তুলিকা-লেখনী, নয়ক হীরার আংটি ছড়ি।
মেধা-ধী-প্রজ্ঞা মাথার ভূষণ, পাগড়ি বা হ্যাটে বাড়েনা শোভা,
অঙ্গের শোভা রূপ লাবণ্য,—বাড়ায় না তারে দর্জ্জি-ধোবা।

সর্ব্বব্যাপী

শঙ্খঘণ্টা নিনাদনে সন্ধ্যাপ্রাতে কহে দেবালয়,
দেবতা আমার মাঝে হের ভক্ত নিশিদিন রয়।
উর্দ্ধে স্বর্ণচূড়া তার ধীরোজ্জ্বল গম্ভীর ভঙ্গিতে
কহে তিনি উর্দ্ধলোকে বিরাজেন, নীরব ইঙ্গিতে।
দেউলের মূর্ত্তি কহে—'শুন'নাক, বন্দী নহি হেথা,
আত্মজ্ঞান ছাড়া তব ধর্ম্মপথে নাহি অন্য নেতা।"
ভিতরে বাহিরে উর্দ্ধে মর্ম্ম-মাঝে যথা খুশী খুঁজ'
পাবে তাঁরে, সাকার বা নিরাকারে যাহে খুশী পূজ'।

আসন

শেষের হাজার ফণার পরে বসুন্ধরা রয়,
কুর্ম্মদেবের পৃষ্ঠ বিশাল মন্থাচলে বয়।
মরাল মকর ষণ্ড করী সবার পিঠের পরে
দেবতারা আসীন হয়ে ধন্য পাবন করে।
দেবীর পায়ে ধন্য হলো পঙ্কজ নলিন,
শূন্য নহে কুশের আসন কৃত্তি গজাজিন।
পশুরাজের অংস মায়ের চরণ কমল ধরে,
শুয়েছিলেন দেবব্রত শরাসনের পরে।
পঞ্চমুণ্ডী,— শবাসনও শূন্য নহে কভু,
আমার হৃদয়-আসন শুধু শূন্য র'বে প্রভু?

অন্তিমে

কুড়ায়ে খেয়েছি নিত্য মন্দিরের অন্নকণাগুলি
কৃপা করি অন্নপূর্ণা দেননিক ভরি মোর ঝুলি।
সুষমার অধীশ্বরী স্মরবধূ চাহি দীন পানে,
করেননি ধন্য কভু লাবণ্যের এককণা দানে।
ইন্দ্রাণীর কৃপাকণা অধমের একান্ত দুর্ল্লভ,
লভিনিক একবিন্দু গৌরবের মন্দার-সৌরভ।
বিমাতা রমার কথা কি বলিব ? আবাল্য কতই
করিনু বাণীর সেবা তাঁরো আমি কৃপাপাত্র নই।
মা জাহ্নবি, একমাত্র সন্তানের তুমি আছ বাকী,
অন্তিমে এ অভাগ্যেরে তুমি যেন দিওনাক ফাঁকি।

প্রকৃত অর্ঘ্য

এটা ওটা সেটা দিয়ে কত তুমি পূজিয়াছ তাঁয়,
কিছুই ছোঁ'ননি তিনি, অনাদরে সকলি শুকায়।
মধুগন্ধে জীবনেরে শত দলে কর বিকসিত,
পদ্মে পদ্মে পা ফেলিয়া যান তিনি কমলাদয়িত।
"দিনু তোমা লও" বলি কিছু তাঁরে হয়নাক দিতে,
যা-কিছু সুন্দর সবি অর্ঘ্য তাঁর এ বিশ্ব-বেদীতে।
কলা মূলা ঘুষ দিয়ে শ্রীধর ত পায়নি চরণ,
শ্রীনাথের শ্রীচরণে স্বতঃ অর্ঘ্য শ্রী-ধর-জীবন।

প্রমাদভঞ্জন *

প্রভুরে পূজিতে অন্তরটুকু—সকল অর্ঘ্যসার
ফুলচন্দন,— ঘণ্টাকাঁসর,— নিস্ফল উপচার।
যথা যাই হেরি পাষাণখণ্ডে পূজিছে দেবতা ব'লে,
তুমি আছ প্রভু বিশ্ব ব্যাপিয়া কেমনে মানুষ ভোলে ?
বিশ্বে না ঢুঁড়ি এখনো মানুষ খুঁজিছে কোরাণবেদ,
সৎগুরুছাড়া কে করিবে এই ভ্রম-সংশয়-ভেদ ?

খর্জ্জুর-তরু

জটা বল্কল—অক্ষমালায়—মণ্ডিত ঋষি সম
মরুপ্রান্তরে,—খর্জ্জুর তরু,—রসগুরু,—নমোনমঃ।
শীর্ণ, শুষ্ক,—নীরস, রুক্ষ—তোমার অঙ্গখানি,
কে তোমার কাছে যাচিবে ভিক্ষা জুড়িয়া দুইটি পাণি ?
তবু অপরূপ,—অন্তরে তব রসের ফল্গু ছুটে,
ভক্তের দধি-ভাণ্ডের মত পাণি ভরে' ভরে' উঠে।
তোমা হেরি আজ মনে পড়ে সেই মালিনীর ঋষিটিরে,
পালিতসুতারে আশিস করিতে তিতিল যে আঁখিনীরে।
মনে পড়ে সেই রামায়ণকারে ক্রৌঞ্চ-বিরহ দেখে,
শুষ্করুক্ষ বক্ষ যাহার—তিতিল অশ্রু-সেকে।
মনে পড়ে সেই উগ্র তাপসে তপ জপ হোম ভুলে,
সদ্য'প্রসূত মৃগশিশুটিরে কোলে নিল যেবা তুলে।

ভ্রংশনিষ্ঠা

সব তুঙ্গতা ধূলি-লুণ্ঠিত দীনতায় হয় শেষ।
বর্ণবিহীন আলোকে সকল বর্ণের সমাবেশ।
হর-রুদ্রতা যোগনিদ্রাতে বিঘোরে মূর্চ্ছাহতা,
সব কোলাহল রচে একত্রে সমাধির নীরবতা।

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন শশিহীন স-ঘন গগন,
গান-হীন কণ্ঠ যেন মূক ম্লান কারার জীবন।
অশ্রু-হীন দৃষ্টি যেন বৃষ্টি-হীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘ-শ্বাস-শূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

আপন ও পর

কোকিল উল্লাসে গাহিয়া মধুমাসে
পুলকি তুলে কত মুকুল-প্রাণ,
আপন সন্তানে পালিতে নাহি জানে
পোষিতে বায়সীরে করে সে দান।
নিখিল চিত নিতি তুষিছে কবি-গীতি
ইতর জনে-ও সে বিতরে সুধা।
অন্ন জুটেনাক দৈন্য টুটেনাক
ভিক্ষা বিনা তার মিটে না ক্ষুধা।
যে জন দীপ হাতে অন্ধকার রাতে
সবার আগে আগে চলে যায়,

দেখায় কত জনে সুপথ ঘনবনে
সে নিজে আঁধিয়ারে বাধা পায়।
ভুখারী অপহত ভিখারী দীন শত,
ধনীর দানে করে ক্ষুধা দূর,
ধনীর হৃদিখানি পাতিয়া রয় পাণি
বাসনা তার চির ব্যথাতুর।

হাড়ের গুণ

সুবলরাজের হাড়-ক'খানায় 'পাশ্‌টি' হলো সর্ব্বনাশী,
তার মহিমা বল্‌ব বলো কত?
সেই পাশাতে খেলার ফলে ধর্ম্ম হলেন বনবাসী,—
কৌরবেরা গৌরবে উদ্ধত।
দধীচি তাঁর অস্থি দিলেন, কঙ্কালে তাঁর সংগঠিত
হলো আয়ুধ বজ্র ভয়ঙ্কর।
সেই কুলিশে মূর্ত্ত কলুষ বৃত্রদানব ভস্মীভূত,
স্বর্গ ফিরে গেলেন পুরন্দর।

একলক্ষ্য

সব জলধারা মিশে প্রণালীতে সব পয়োনালী হ্রদে,
নদনদী দিয়া সব হ্রদে যোগ, নদ নিলে মহানদে।
সব মহানদ উপনদী সহ বারিধিতে একাকার,
সিন্ধুরা সব ভুবন ভরিয়া রচে মহাপারাবার।
সব উপাসনা সব নিবেদন একে গিয়ে মিশে শেষে,
মহাসিন্ধুতে একই মহাবাণী বিঘোষিত দেশে দেশে।

গোলামের তেজ *

ঘুড়ি ডেকে কয় "ওরে প্রজাপতি যোজন খানেক তলে
রোস্ তুই, তবু দেখি তোরে শুধু দিব্য দৃষ্টিবলে।
আচ্ছা বল্ত—গ্রহমণ্ডলে চলা ফেরা দেখে মোর;
অবাক হ'য়ে কি রোস্নাক চেয়ে, হিংসা হয়না তোর ?'
প্রজাপতি কয়—"মর, কি বুদ্ধি, কাগুজে চিরিয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোরে হিংসে করব, মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি।
তুইত বন্দী, করনা বড়াই যতই উপরে থেকে
স্বাধীন কখনো হিংসে করেকি গোলামের তেজ দেখে ?"

হারজিৎ *

প্রিয়ের সঙ্গে খেলিতে বসেছি রেখেছি তাহাতে বাজী,
তনু মনধন করিয়াছি পণ কে জেতে কে হারে আজি ?
আমি হেরে গেলে হ'য়ে যাব তার, সে হারিলে হবে মোর,
হারজিৎ তুই—তাহার সহিত আমার মিলন-ডোর।

উদ্বোধন

এস—বুদ্ধিতে. চিতশুদ্ধিতে জ্ঞানঋদ্ধিতে বোধিক্ষেত্রে,
এস—দৃষ্টিতে, ধারা বৃষ্টিতে, রসসৃষ্টিতে এস নেত্রে।
এস—উক্তিতে স্বর-মুক্তিতে এস কণ্ঠেতে ঋত-বিত্তে,
এস—চিন্তায়, চির দিন তায় তব রূপ যেন জাগে চিত্তে।
এস—শক্তিতে প্রেম ভক্তিতে, সাথে রহিও জীবন-পন্থে,
এস—আর্ত্তিতে, এস মৃত্যুতে—মম মর্ত্তজীবন অন্তে।

মহাবিরাটের ভার

বিরাট বিশাল আকাশ বারিধি হ্রদনদনদীধারা,
ধরিতে পারে না তাঁহারে ভূধর চন্দ্রসূর্য্যতারা।
বিশ্বম্ভরে বিশ্বের রথ বহিতে কভু না পারে
মহাকাল মহ'ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারে ধরিতে নারে।
লঘু হয়ে দীনভক্তের হৃদি করেছেন অধিকার,
চিরদিন তাই ভক্ত বহিছে মহাবিরাটের ভার।

অগ্রদূত

নিভৃতে যবে কমল ফুটে উষার নব আলোকে
তাহার পাশে মধুপ গাহে হরষে,
মাদক তানে বাড়ায়ে দেয় জাগরণের পুলকে,
বিকাশ তার শিহরে পাখাপরশে।

আষাঢ়ে নব জলদ যবে ঘনায়ে আসে আকাশে
চাতক ছুটে করুণা-বারি চাহিয়া,
তৃষা-তাপিত ধরার ব্যথা বহি তাহার সকাশে
করুণ আবাহনীর গান গাহিয়া।

যবে জাতীয়-জীবন-জ্যোতি জাগিতে রহে নীরবে
প্রভাতীগীতি বাজে কবির শানা'য়ে,
সে-কথা কবি রটায় আগে ছন্দোময় গরবে
সুপ্তি হতে জাগর-তৃষা জানায়ে।

গৌরব *

ঘন গৌরব মরণ ঘনায়ে আনে
তবু তারি লাগি উন্নত শত গ্রীবা।
অস্তাচলের শিখর নিকটে টানে
তবু অরুণের আরোহণই চায় দিবা।

ভক্তি ও ভাণ *

ভ্রান্তি ভাঙেনা শুধু ভক্তির ভাণে,
দেবতা আসেনা ভূয়ো ভক্তির টানে,
ব্রহ্মের নামে ভ্রান্তিরে পূজে যারা,
রচে তারা শুধু কারার ভিতরে কারা।
জীবিতেরে কেটে পূজে যারা নির্জীবে
শবে পূজে তারা পূজেনাক কভু শিবে।

সঙ্গীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি সুমধুর গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান
কুসুমের বনে গাহি' গুঞ্জনে গীতি—
অলি, ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি।
গুণ-গুণ গানে গাহিয়া দোহন—কালে
গোপের দুলালী গোরসে গাধুরী ঢালে।
যুগ যুগ ধরি' গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুম-ধুর।

গুরু কোথা? *

নিজের মাথায় পাপের বোঝা, গুরুর অভিমানে,
ঘুরে বেড়ায় তবু দিয়ে মন্ত্র সবার কাণে।
নানান রোগে শয্যাগত সারা দেহে যাহার ক্ষত
সে বৈদ্য কি দেশের রোগীর রোগ সারাতে জানে?
পঙ্গু কি আর আপন ঘাড়ে খঞ্জজনে বইতে পারে?
কানা কানায় পথ দেখাবে নর্দ্দমারি পানে।
হাবুডুবু খাচ্ছে নিজে জানেনাক সাঁতার কি যে,
সে পারে কি পার করিতে ভবনদীর বানে?

মৃত্যু-বীজ

বাল্যদোলনা দোলে আমাদের সমাধি উপরে থাকি
শিশুর খেলানা উজ্জ্বল তার চিতার আলোক মাখি
স্তন্যের সহ বিষকণা দেহে লালসা লইয়া ফিরে।
জনম হতেই রহে মরণের ধূসর পরিধি ঘিরে।

কুসংস্কার *

লোকাচার দেশাচার প্রচলিত রীতি প্রথাগুলি
সবি যদি নির্ব্বিচারে চলি মোরা নিয়ত পালিয়া,
কালের কান্তার'পরে জমে' যাবে আবর্জ্জনাধূলি
তুঙ্গ হয়ে ভ্রান্তিপুঞ্জ ক্রমে ক্রমে উঠিবে ঠেলিয়া,
অসত্য-জঞ্জাল জড় জমে' জমে' হইবে পাষাণ,
সত্য-তপনের পথ রুদ্ধ করি, পর্ব্বত-প্রমাণ

অনধিকারী *

মণিকার-বিপণি হইতে পারাবত হরি মুক্তাফল,
ভোজন করিতে গিয়ে দেখে শস্য নয়, কঠিন উপল।
নৈরাশ্যে কহিল ফেলে দিয়ে, মূল্য এর নাহি বুঝি আমি
কেন এর যত্ন ? এর চেয়ে যবকণা ঢের বেশি দামী।
পিতার দপ্তর খুঁজেপেতে লয়ে জীর্ণ পাণ্ডুলিপিচয়,
সাহিত্য-সংসদ্ দ্বারে গিয়ে অজ্ঞমূঢ় সুরাপায়ী কয়,—
অকেজো এ খাতাখানা লও এর মর্ম্ম নাহি জানি
বিনিময়ে কিছু দাও আজ মদের দামের টানাটানি।

চরণতলের দূর্ব্বা সে-ও-ত দেবীর মুকুটে উঠে,।
তড়াগ বাপীর মলিন পঙ্ক—তাতেও কমল ফুটে।
প্রদীপের কালি আলো করে আঁখি কজ্জলরূপ পেয়ে
কীটলালাজাত অংশুক শোভে নৃপবালাদের দেহে।
পলিত পত্র যোগের সহায়——ঋষির ভোগ্য সে।
ঘৃণ্য কি আছে ?—সকল তুচ্ছ উচ্চের প্রস্থ যে।

তেজ ও দ্যুতি *

ভাস্কর-দেব নামেন যখন অস্ত সাগর-তটে,
গ্রহতারকায় দেননাক' তেজ, দ্যুতি দিয়ে যান বটে,
তাঁরি তেজে তারা বলী হয়ে পাছে তাঁরে করে অপমান,
হীন দুর্ব্বল ভস্মের মাঝে নিজ তেজ রেখে যান।

পতন

পতন হবে যদি উল্কাসম যেন, পুলকে ছায়াপথ শোভিয়া,
ঝলকি' ছুটেগিয়া দ্যুলোক আলোকিয়া জলধিজলে যাই ডুবিয়া।
খধূপ হ'য়ে যেন সহসা চমকিয়া, প্রভায় নভোহৃদি বিদারি',
ভস্মরাশি রূপে পড়িনা চুপে কূপে ধাঁধায় আঁখিগুলি আঁধারি।

প্রেম ও সংযম

প্রেম যেথা নাই কত বিবেচনা বাঁধে হৃদয়েরে শত ছলে,
প্রেম যেথা রাজে সরল লীলায় তরল ধারায় হৃদি গলে।
যেথা প্রেম ক্ষীণ, ওজন করিয়া বুঝে-সুঝে মুখে কথা ফুটে,
যেথা প্রেম ঘন, নাহি দ্বিধা বাধা, মুখর রসনা দ্রুত ছুটে।

ধার, ভার ও সার

ধার চাই ওগো ভার চাই সাথে শুধু ধারে কিছু চলিবে না,
পেন্সিল বাড়া হ'তে পারে তায় বটতরু তাহে টলিবে না।
ভার চাই ওগো ধার চাই সাথে শুধু ভারে দড়া ছিঁড়িবে না,
থেঁত্‌লাবে কাঠ, গুঁড়োবে পাথর, দুইভাগে তা'ত চিরিবে না।

ধার আর ভার তার সাথে কিছু লোহার মতই সার চাই,
পিতল-কাটারি কামে না আসিবে ঝকঝকি সার তার ভাই।
ধার আর ভার সাথে তার সার কলমে তোমার যদি রয়,
সময়ের বেড়া, ঈর্ষ্যার বন কেটে চলে যাবে, কিসে ভয়?

প্রেতধ্বনি

দেব-কণ্ঠচ্যুতা বাণী অপমৃত ধরাতলে। প্রতিধ্বনিরূপে
প্রেতাত্মা রহিল তার, ঘুরে সদা জীর্ণগৃহে গুহাশৈলেকূপে।
অট্টহাস্যে ব্যঙ্গ করে, কোন গয়া নাই ভবে এ প্রেত উদ্ধারে,
এ ভূত, সঙ্কেত করি নীরব করাতে চাহে সমগ্র সংসারে।

স্মৃতি-সরিৎ

জনমি অতীত-শৈলে জীবন-ভূখণ্ড দিয়া স্মৃতির তটিনী
ছুটিছে লুটিয়া ধারা ক্রমবর্দ্ধমানকায়া অশ্রান্ত-বাহিনী।
জীবনে শ্যামল করি বিতরিছে দুইকূলে শ্যামল সম্পদ,
কল্পলোক করে স্নান, করে পান, গড়ে তীরে পুরজনপদ।
অশ্রুপুষ্টা কভু ক্ষুব্ধা বন্যায় উছলি কভু তট-প্রমাথিনী,
জ্যোৎস্নাময়ী কভু শান্ত, গাহিছে অতীত গীতি কলনিনাদিনী।
সতত ডাকিছে তারে মহাবিস্মরণ সেই মৃত্যুমহোদধি,
তাহারি বিশাল বক্ষে করিবারে আত্মলোপ চলে নিরবধি।

নিরবচ্ছিন্নতা

কর্ম্মহীন নিশিদিন যাপনে অবশতনু পড়ে অলসিয়া,
নিরবধি জলে যদি ব্যোমে রবি, আঁখিযুগ যায় ঝলসিয়া।
পিয়ে মধু সদা শুধু সন্তরণ মধুহ্রদে,—বড়ই যাতনা,
অবিরত ভোগস্রোতঃতাড়নে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।

দয়া-দণ্ড

জানি হে প্রভু তোমার প্রথা ব্যথায় তাই ডরিনা,
রমার দয়া—তোমার হেলা, তাহারে যেন বরি না।
দলিয়ে তুমি পালন কর জ্বালায়ে তবে কলুষ হর'
ঠেলিয়া দূরে সরায়ে দিয়ে বিপদে রাখ সদা হে।
পীড়িয়া তুমি পাড়াও ঘুম দংশি ঠোঁটে খাও যে চুম
বক্ষে চাপি দোলন দাও আদরে তোল' কাঁদায়ে।

বিঁধিয়া তায় করুণা ঢালো, ঘরষি চিত আলোক জ্বালো,
বিদারি বুকে বিতর' জ্ঞান এ ভবপাশ-মোচনে,
আঘাতে তুমি জাগাও প্রভু চোখের পাতা টানিয়া কভু,
মারিয়া তুমি বাঁচাও হরি, মরণ-হীন জীবনে।

চন্দন-ঘষার গান

দুয়ার খোল'গো দুয়ার খোল'গো চন্দনবনসুন্দরী,
এনেছি পুষ্প শ্রীফলপত্র সন্ধান করি বন ভরি'।
শুন ঘনঘন ঐ শাঁখ বাজে এখনো যে সতি রত গৃহকাজে ?
পরিতেছ বুঝি কৌষেয়-শাটী গঙ্গার জলে স্নান করি'।

গন্ধতৈলে দীপখানি জ্বালি ধূপদানে ধূপ-গুগ্‌গুলু ঢালি,
আনো মৃগমদ পুষ্পের ডালি দূর্ব্বা-তুলসী-মঞ্জরী।
তোমার কঠিন কাঠের দুয়ারে করি করাঘাত শুন বারেবারে
পূজার বেলা যে ব'য়ে যায়-যায়, রুষ্ট যে হবে শঙ্করী।

চিরবিশ্রাম *

ঢাল ফুল কুঙ্কুম চন্দন——আর যাহা মধুর মঙ্গল,
শ্রান্তিশেষে শান্তি লভি সে যে সুখী, তার সাধনা সফল।
বিশ্ব তার হাস্য চেয়েছিল হাস্যে সেত ভ'রে দেছে তায়,
হর্ষভারে হৃদি ক্লান্ত আজি দিনান্তের শান্তিটুকু চায়।
শোকতাপ ঝড় ঝঞ্ঝা মাঝে উড়ে ঘুরে অবসন্নতায়,
পাখাদুটী হইল অবশ, লভেছে সে শান্তির কুলায়।
সঙ্কীর্ণ দেহের কক্ষে রবে রুদ্ধশ্বাস তার আত্মা কেন?
মৃত্যুর বিরাট পরিষদে নিঃশ্বসি জুড়াল আজ যেন।

লক্ষ্মীচরিত্র

রাজেন্দ্রেরা দুন্দুভি-নিনাদে সম্বোধন করে দম্ভ-ভরে,
তাই শুনে চঞ্চলা দেবতা এসো তার রত্নাসন'পরে।
বণিকেরা করে তূর্য্যনাদ, চাটুস্তুতি প্রশস্তি গাহিয়া,
গঞ্জে তার এস ব্যস্ত হ'য়ে পণ্যভরা তরণী বাহিয়া।
রক্তস্নাত অসি আন্দোলিয়া দস্যু ডাকে ভেরীর গর্জ্জনে,
ইন্দিরা, বন্দিনী হ'য়ে রও আনন্দেই তাহার ভবনে।
কৃষকের নেই আড়ম্বর, শীর্ণ শঙ্খে দীন আবাহন,
পশেনাক তোমার শ্রবণে তার ক্ষীণ করুণ বোধন।
ছিলে যবে ক্ষুদ্র বালিকাটি, ছিলে যবে সমুদ্রের গেহে,
খেলেছিলে শঙ্খ-শুক্তি নিয়ে অঙ্কে চুমি সন্তানের স্নেহে,

আজি বুঝি হয়েছ তরুণী—তূরী ভেরী হরিয়াছে মন,
শ্রুতিপুটে পশেনাক তাই সে শঙ্খের দীন আবেদন।

মরণোৎসব *

অন্তিমশয়নে হেরি, করোনাক' হাহাকার প্রিয়বন্ধুগণ,
সমাধি খনিতে দেখি মায়ামূঢ়, ভ্রমভরে করো না রোদন।
যেদিন সকলে মিলি উল্লাসে করিতে হবে মহামহোৎসব,
সেদিন ললাট বুকে কর হানি, হা-হুতাশ করে কি বান্ধব?
আমার প্রিয়ের সহ স্বরগীয় মিলনের হবে নাট্যলীলা,
তোমাদেরি লাগি' শুধু বিরচিবে যবনিকা সমাধির শিলা।
যখন প্রিয়ের গৃহে—বিজয় মঙ্গলগান হইবে আমার,
সে কেমন হবে বন্ধু তখন তোমরা যদি কর হাহাকার?

বন্দী আত্মা

অস্থি-চর্ম্ম-পঞ্জরের কারাগারে অবরুদ্ধ আছ নিশিদিন,
লক্ষ লক্ষ স্নায়ুজালে শতপাকে শতরূপে স্বাধীনতাহীন,
ধমনী পরিখা ভরি বহিতেছে রক্তনদী তার চারিধারে,
প্রপঞ্চে সংকীর্ণ তুমি গোচরের প্রহরীরা ইন্দ্রিয়-দুয়ারে।
এই সর্ব্ব বন্ধ মাঝে বন্ধাতীত মম আত্মা বন্দী কোন্ পাপে?
পীড়ন সহিছ তুমি দেবক্রোধ-সমুদ্ভূত কোন্ অভিশাপে?
পাষাণ দুর্ভেদ্য জানি, শৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য মানি, পরিখা দুস্তর,
তুমিও দুর্জ্জয় রুদ্র বজ্রময়, তবু কেন কারার ভিতর?

শপথ-ভঙ্গ *

হৃদয় ভেঙ্গেছ মম, তার লাগি প্রিয়তম, অশ্রু নাহি ঝরে,
শপথ-ভঙ্গের দোষে পড়িয়াছ দেবরোষে, তাই মরি ডরে।
তারি লাগি হই সারা, লইয়াছি জ্ঞানহারা উন্মাদিনী সমা,
মোর ভাগ্যে যাই হোক্ বিধাতা সদয় হোক, লভ' তাঁর ক্ষমা।

নারী ও তারা

হে কবি-দয়িত, গভীর নিশীথ ভুবন ভরিয়া ঘনায় যবে,
মোরে পরিহরি চেয়ে রও তুমি তারকাখচিত সুনীল নভে।
সাধ যায় মোর ঘটাকাশ ভাঙি মহাকাশ মাঝে বিলীন হই,
ত্যজি নারীরূপ গগন জুড়িয়া কোটি তারকায় ফুটিয়া রই।

দানসত্রে

রাজার বাড়ীতে দানের সত্র, কেহ ল'য়ে যায় মণির মালা।
কেহ লয় চেয়ে বসন-ভূষণ, কেহ লয়ে যায় মোহর থালা।
কেহ লয় চেয়ে বাড়ী-কি-বাগান, কেহ লয় চেয়ে হাতী-কি-ঘোড়া
শিল্পী লইল ফুলদানি দুটা, কবি নিল শুধু ফুলের তোড়া।

কবির সত্য

সুচতুর ভাবে মিথ্যা যে কয়, কারবার যার মিথ্যা নিয়ে,
মিথ্যারে যেবা করে উপাদেয় মধু বা চিনির প্রলেপ দিয়ে,
আজগুবী যত অলীক সাজায়ে আঁকে যেইজন মোহন ছবি,
সব চেয়ে সেই সত্য যে বলে লোকে কয় তারে অমর কবি।

লোকযশ *

লোকালয়ে এসে যেই পাখী গায়, গায় যেই পাখী লোকের তরে
লোক-কীর্ত্তির দেউল পথে সে গলা চিরে শেষে একদা মরে।
মাংস-লুব্ধ গৃধ্রের শ্রেণী তার লাগি উড়ে বেড়ায় নভে,
নগরের পথে তার দেহ লয়ে তীক্ষ্ণনখরে ছিঁড়িতে রবে।
তার চেয়ে শ্রেয় তাহার জীবন গায় যেবা গিরি-গহনবনে ?
বনফুল অলি লতামঞ্জরী তাহার মর্ম্মকাহিনী শোনে ;
নরসমাজের গর্ব্বিত দয়া, কুণ্ঠিত যশ তারে না দহে,
নীরবে নিভৃতে একদা নিশীথে কুঞ্জের কোলে মরিয়া রহে।

অস্থানে আদর *

ওগো জলধর, বিহগপ্রবর পিকেরে করিয়া নীরব নত,
ভেকেরে মুখর করিয়া, আদর কদর তাহার বাড়ালে কত।
তাও সহা যায়, কিন্তু হে হায় আবরি নিশীথ-গগনরাজে
জোনাকির দল করিলে উজল এ ব্যথা প্রবল হৃদয়ে বাজে।

ভববন্ধন *

যদু-নন্দন, তব শুভ নাম একবার ভুলে যে উচ্চারে,
ভববন্ধনে মায়ার পীড়নে দুঃখ সহিতে হয় না তারে।
তব নাম আমি করি অবিরামই কখন' না থামি দিবসরাতে,
বন্ধন মম দৃঢ় হতে দৃঢ় হইতেছে আরো খাঁচার সাথে।

তাঁর সন্ধান *

তাঁরে বৃথাই খুঁজ্‌ছ কোথায়? তিনি তোমার পাশে,
মস্‌জিদে নেই মন্দিরে নেই, কাবা—বা কৈলাসে।
নেইক জপে নেইক যাগে যোগে বা—বৈরাগে,
তিনি তোমার আশে পাশে তিনি তোমার আগে।
গভীর সাগর রবিসোমে নেই ব্যোমে বাতাসে।
কবীর কহেন,— আছেন তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে।

ধান্য-দূর্ব্বা

ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে মাগো আশীর্ব্বাদ করেছ নন্দনে,
সে দৈন্যে লজ্জিতা কেন? এর বেশি কি চাই জীবনে?
শাকঅন্নে শিশুগণে দূর্ব্বাদলে গোধনে বাঁচায়ে,
অপ্রবাসী ঋণমুক্ত রহি যেন পল্লীবট-ছায়ে।

দেশ ও কাল

তুমি যবে কাছে ছিলে দেশকাল তব প্রেমে পেয়েছিল লয়,
সে যেন মোহন সুপ্তি অবিদিত-ক্রমগতি সুখস্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে পুরজনপদ-বন-তটিনী-প্রান্তরে,
প্রকট হইল 'দেশ' দূর ব্যবধানরূপে ধরণীর'পরে।
কাল সে সহস্র-বাহু, অলসমন্থর পল যামদণ্ড সনে
অতিথি হইল মোর, চিনিলাম তায় পুন বিনিদ্রনয়নে।

অক্ষমের মা

একটি ছেলে কাঙাল তোমার অন্য ছেলে ধনী,
একটি তোমার পথের কাঁকর আরটি চূড়ামণি।
একজনা মা ভিখ্ মেগে খায় অন্যজনা দাতা,
একজনা মা পায়ের চাকর অন্যে দেশের মাথা।

বড়র তোমার বুদ্ধি কত, ছোটটি নির্ব্বোধ।
ছোট কেবল দেনাই বাড়ায় বড় করেন শোধ।
বড় তোমার গুণের সাগর নিত্য যোগায় ভেট,
ছোটর অপযশে কেবল তোমার মাথা হেঁট।

এক জিনিসে ছোট তোমার বড়য় গেছে জিতে,
ছোটই বেশি ভাগ বসাল' তোমার স্নেহটিতে।

হৃদয়-মন্দির।

নির্ব্বোধ ভাবে মন্দির ছাড়া কোথাও দেবতা নাই,
জানে না, সাধুর হৃদয় তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় ঠাঁই।
মন্দিরে:শুধু হিন্দুরা নিজ বন্দ্য দেবেরে খুঁজে,
সাধুর হৃদয়ে বিশ্বমানব বিশ্বেশ্বরে পূজে।

কত মন্দির মঠ দেবালয় চূর্ণ হয়েছে, তবু
তাহার লাগিয়া কোন দেশজাতি ধ্বংস পায়নি কভু।
একটিও সাধু যে দেশে পেয়েছে লাঞ্ছনা অপমান,
রুদ্রের কোপ হইতে সে দেশ পায়নি কখনো ত্রাণ।

মান ও অপমান

গৌরবে কি গর্ব্ব বাড়ে ? কিরীটমাল্যের ভারে শীর্ষ পড়ে নুয়ে,
দিগন্তে মেঘের মত মর্য্যাদা যে অবিরত শিরে টানে ভূঁয়ে।
লোকেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ—শ্রদ্ধামান সাধুবাদ, যশখ্যাতি যত,
আশিসেরই ধর্ম্ম পালে, গুণীর ললাটখানি করায় প্রণত।
কে বলেছে অপমানে দম্ভী বিদ্রোহীর শির ভূমিতলে লুটে ?
পদাঘাতে সুপ্ত সর্প গরজিয়া দর্পভরে ফণা তুলে উঠে।
ঊর্দ্ধদেশে তুলে শাখা মহীরুহ লোষ্ট্রাঘাতে ফলবিত্ত-হারা,
গুণ ছিন্ন হ'লে পরে উৎপতিত শরাসন গর্ব্বে হয় খাড়া।

ক্ষমার ভিখারী

তুমি দয়াময় প্রভু, কি দণ্ড করিবে দান ? আমি পাপাচারী
পাষণ্ড, আপন দণ্ড নিষ্ঠুর কঠোর হ'য়ে আমি দিতে পারি।
দয়াশূন্য শুষ্ক হৃদি, মার্জ্জনা কাহাকে বলে জানেনা এ প্রাণ,
তাহারি ভিখারী আমি, তোমার যা যোগ্য দেয় তাই কর দান।

বসুধারা

দাঁড়াইয়া আছে শুধু কালজীর্ণ শীর্ণশ্যাম ভিত্তি ছাদহারা,
জরাদীর্ণ গাত্রে তার ম্লান-চিহ্ন ক্ষীণরেখা জাগে বসুধারা।
প্রাঙ্গণে ভাঙ্গের বন ফাটলে বটের চারা বাড়িছে নির্ভয়,
পাপের সাপের ডেরা, লক্ষ্মী গেছে, বাহনেরা করে রাজ্যজয়।
কত পুণ্য অনুষ্ঠান উল্লাস-উৎসব-স্মৃতি করিয়া বহন,
শুধু শীর্ণা বসুধারা জাগে চেড়ী-পরিবৃতা সীতার মতন।

বিন্ধ্য-হিমাচল দুটী শিলাপ্রাচীরের গায়, বিবরে কুহরে,
বহিয়া সৌভাগ্য-স্মৃতি সপ্ত ক্ষীণরেখা-রূপে বসুধারা ঝরে।
কোথা রাজ্য হুতিহোত্র, অশ্বমেধ, ব্রহ্মক্ষত্র দানসত্র-প্রথা ?
জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিল্প-নীতি-সভ্যতার ক্ষীণ-স্মৃতি বহে মর্ম্ম-ব্যথা।
যাহার বসুতে ধরা 'বসুমতী' বসুভরা, নিজে সে শ্রীহারা,
গেছে বসু, লাঞ্ছনায় দগ্ধ-প্রাচীরের গায় আছে বসুধারা।

জাতীয় দ্বিজত্ব

শত শত জয়যজ্ঞ-অনুষ্ঠান-সাক্ষীরূপে গৃহ-ভিত্তি-লীন
সারি-সারি বসুধারা ক্ষীণ-হতে-ক্ষীণ হ'য়ে আসে দিনদিন।
মুছিবে যা' যাক্ মুছে, তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব মিছে কালের সহিত।
মিশাইলে অশ্রুধারা ক্ষীণ পাণ্ডুম্লান-রেখা হবে না লোহিত।

শূদ্রত্ব লভেছে জাতি, উপবীত-সংস্কারের জালো যজ্ঞশিখা,
দ্বিজত্ব ফিরুক্ পুনঃ জাগুক নিজত্ব-বোধ আঁক' ব্রাহ্মী-টীকা।
জাতির হৃদয়রক্তে আবার নূতন করি আঁক' বসুধারা ;
নবধর্ম্ম-গীতি-কীর্ত্তি-জ্ঞান-শিল্পে গৃহভিত্তি হোক্ সালঙ্কারা।

বিভীষণ

পবিত্রতার নবনীতে কবি, সতীর প্রতিমা গড়িয়াছিলে,
অকালে তাহারে বসুন্ধরার অঙ্কের তলে বিসর্জ্জিলে।
গড়ি অভিরাম রাম রামানুজে অশেষ গুণের সম্মিলনে
সরযূ-সলিলে সবারে ডুবালে হতাশ করিয়া নিখিলজনে।

গড়ি দশানন ধৈর্য্যে বীর্য্যে সংহত করি শৌর্য্য-জ্বালা,
রণচণ্ডীর কণ্ঠে দুলালে—তারো ভাস্বর মুণ্ডমালা।
শুধু বিভীষণে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছ হে মহামতি,
যুগে যুগে তাই নানান ছদ্মে তার দরশন ভারতে লভি।

রুমীর নিবেদন *

রাখ প্রভু চোখে চোখে ঢাল মোর দুখশোকে করুণা শীতল,
সে হরষে সে পরশে আঁখিযুগ প্রেমরসে হোক ছলছল।
তোমা পানে শরসম প্রভু অন্তর মম ছুটাও ছুটাও,
দিয়ো পাণি-বুলবুল আমার জীবনগুল ফুটাও ফুটাও।
দীপখানি রহি আশে ম্লান হয়ে নিভে আসে শিয়রসমীপে,
চির উষালোক নিয়ে এস প্রিয় মম গৃহে, কি কাজ প্রদীপে?
চাহিবারে তোমা পানে দাও তেজ মম প্রাণে, অভয় সাহস,
কোয়েলার কুহুস্বরে, কথা কও, যাক উড়ে সভয় বায়স।

*-চিহ্নিত কবিতাগুলি কোন-না-কোন মহাপুরুষের বাণী অবলম্বনে রচিত—অথবা অনুবাদে রূপান্তরিত। লেখক।

গড়ি দশানন ধৈর্য্যে বীর্য্যে সংহত করি শৌর্য্য-জ্বালা,
রণচণ্ডীর কণ্ঠে দুলালে—তারো ভাস্বর মুণ্ডমালা।
শুধু বিভীষণে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছ হে মহামতি,
যুগে যুগে তাই নানান ছদ্মে তার দরশন ভারতে লভি।

রুমীর নিবেদন *

রাখ প্রভু চোখে চোখে ঢাল মোর দুখশোকে করুণা শীতল,
সে হরষে সে পরশে আঁখিযুগ প্রেমরসে হোক ছলছল।
তোমা পানে শরসম প্রভু অন্তর মম ছুটাও ছুটাও,
দিয়ো পাণি-বুলবুল আমার জীবনগুল ফুটাও ফুটাও।
দীপখানি রহি আশে ম্লান হয়ে নিভে আসে শিয়রসমীপে,
চির উষালোক নিয়ে এস প্রিয় মম গৃহে, কি কাজ প্রদীপে?
চাহিবারে তোমা পানে দাও তেজ মম প্রাণে, অভয় সাহস,
কোয়েলার কুহুস্বরে, কথা কও, যাক উড়ে সভয় বায়স।

*-চিহ্নিত কবিতাগুলি 'কোন-না-কোন মহাপুরুষের বাণী অবলম্বনে রচিত—অথবা অনুবাদে রূপান্তরিত। লেখক।